একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব?

প্রহসন।

কস্যচিৎ

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য প্রণীত

এবং

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির অধ্যক্ষ

শ্রীযুত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ... বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক

... হোপ্ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

ইং১৮৭৪ সাল

ভূমিকা।

মা বাপের মনস্তাপ কত্তে নিবারণ,
ঘরে-চ্ছেলে রাখতে ঘরে করিয়ে যতন,
বাংলার উন্নতশীল নব্য সভ্যগণে,
বাঁধিতে স্বজাতিপ্রেম-ডোরের বন্ধনে।
উপহাস রূপ টুপি শিরের ভূষণ
গড়্লেম্ "বাঙালি সাহেব" নব্য প্রহসন।
যদি কারো মস্তকেতে এ টুপি হয় ফিট্,
হিণ্ট লয়ে শুধ্‌রে যাও হয়ে পড় চীট্।
চটোনা চটোনা কেউ শুনে আমার কথা,
দেশের দুর্দ্দশা দেখে মনে পেয়েছি ব্যথা।
অনৈক্য অসিতে হায়! হিন্দু সমাজেরে,
খণ্ড খণ্ড করি কাটে, জ্বলে মরি হেরে,
শোকের জ্বালায় জ্বলে পাগলের মত,
আবোল তাবোল বলে বকলেম কত।
জানিহ সকলে মোরে বান্ধব নিশ্চয়,
"বিদ্যাশূন্য" ভট্টাচার্য্যি শত্রু কারু নয়॥

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

রামধন বসু ...	হরিপুর নিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ।
গোপাল	রামধনের পুত্র এবং বিলাতের ফেরৎ সিভিলিয়ান্।
রঘুনাথ শিরোমণি	গ্রামস্থ অধ্যাপক।
মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	রামধনের প্রতিবাসী ও আত্মীয়গণ।
নিবারণ মিত্র ...	
বৃন্দাবন সরকার ...	
নবীন	মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।
পাঁড়ে	রামধনের ভৃত্যদ্বয়।
হরে	
বাবাজি	ভিক্ষুক বাউল।
গায়ক	রামধনের জনৈক প্রতিবাসী।

স্ত্রী।

অন্নপূর্ণা	রামধনের স্ত্রী।
সরলা	গোপালের স্ত্রী।
ভাবিনী	মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব?

(প্রথমাঙ্ক।)

হরিপুর—রামধনের বাহির বাটীর বৈঠকখানা।

(রামধন, মহেশচন্দ্র, ও নিবারণ আসীন।)

নিবা। বোসজা মহাশয়, আমাদের আজ্ এত সকাল সকাল ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? বাড়ির সব খবর ভালত?

রাম। হাঁ খবর সব ভালো। আমার গোপাল কাল বাড়ী এসেছে এখন সুপরামর্শ কি বলুন—মিত্রজা মহাশয় আপনি আর চাটুয্যে মহাশয় ভিন্ন আমার এমন সুহৃদ আর কেউ নাই যার পরামর্শ লয়ে বিপদ-উদ্ধার হই—আমি ভারি চিন্তিত হয়েছি, এখন কিসে সকল দিক বজায় থাকে, কিসে জ্ঞাতিকুটুম্বস্থলে, সমাজে, স্বর্গীয় কর্ত্তাদের নামসম্ভ্রম, মানমর্য্যাদা বজায় থাকে, কিসে আবার ক্রিয়াকলাপের সময় বাড়ীতে সকলের পায়ের ধূলো পড়ে, আমি এই

ক

সকল ভাব্‌তে ভাব্‌তে অস্থির হয়েছি, বল্‌তে কি চাটুয্যে মহাশয়, আমার কাল্ রাত্রে নিদ্রা হয় নাই।

মহে। তা আপনি অত ভাববেন না, যা সুপরামর্শ হয় করা যাচ্চে। ভালো মিত্রজা মহাশয়, আপনার পরামর্শ কি? আপনি এ গ্রামের মধ্যে এক জন বোদ্ধা, এক জন সুবিবেচক, এখন কিসে সকল দিক বজায় থাকে? বোসজা মহাশয় ভারি কাতর হয়েছেন, তাঁকে উদ্ধার কত্তে আমাদের সকলকেই বিশেষ চেষ্টা কত্তে হবে।

নিবা। আমাকে যা বলবেন আমি তাতেই প্রস্তুত আছি, সাধ্যানুসারে কিছুরই ত্রুটি হবে না—তবে সকল দিক বজায় রাখা—কথাটা খুব সহজ নয়—আমি নব্যদের ভয় করিনে, বরং তাদের কাছে সাহায্য পেলেও পেতে পারি, কিন্তু প্রাচীন দলেরই ভয়; তাঁদের বুঝিয়ে ওঠা, রাজি করা বড় শক্ত।

মহে। মিত্রজা মহাশয়, আপনি সে বিষয় বড় ভাববেন না, "অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ;" কিঞ্চিৎ ব্যয়; তা হলেই তাঁদের অনুমতি পাওয়া যাবে।

নিবা। শুদ্ধ ব্যয়ের কর্ম্ম নয়; হাঁ অনেকে আছেন বটে, যাঁরা টাকার মুখ দেখ্‌লে বড় বড় গর্হিত কর্ম্মও ঢেকে লন, কিন্তু কেউ কেউ আবার শুদ্ধ টাকায় ভোলেন

না। তাঁদের স্তব কর্ত্তে হয়, পায়ে চন্নার তেল দিতে হয়, অনেক অনুরোধ সুপারিস কল্লে তবে যদি দয়া করে ফুল দেন। ভালো বোসজা মহাশয়, গোপালের চাল চুল কেমন ? কোন রকম বেচাল হয় নাই ত ?

রাম। না, চাল চু . যে বড় বিগড়েছে তা বোধ হয় না ; তবে কথাটা একটু বাঁকা বাঁকা, তা দুদিন চারদিন এখানে সকলকার সঙ্গে কথায় বাত্রায় শুধরে যাবে। আর পেনটুলুন ও কোটের প্রতি কিছু বেশী টান। ওটা আর এখন বড় দোষের তলে গণ্য করা যায় না। আজ কাল নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষতঃ সহরতলি যায়গায় সাহেবি পোসাক পরা, দাড়ি রাখা, আর নাকে চস্‌মা দেওয়া প্রায় সকলকারই অভ্যাসের তলে পড়েছে, সুতরাং ওটা আর এখন বেচাল বলে ধর্ত্তে পারি না। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়, কি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মতন দুই এক জন উঁচু দরের পণ্ডিত আজও বাঙ্গালির নরম চাল বজায় রেখেছেন, তেমন ক জন ?

নিবা। পেনটুলুন পরুণ তাতে আমার আপত্ত নাই। তার সময় আছে, স্থানও আছে; কর্ম্মস্থলে, কি সাহেব সুবোর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে সাহেবি পোসাক পরুণ, আর যাই পরুণ ; তাতে কেউ কিছু বলে না।

কিন্তু বাড়ীতে সাহেব সেজে বসে থাকা আমার মতে যুক্তিযুক্ত নয়। বিশেষতঃ এই টাট্‌কা বিলেতের ফেরত। এখন ধূতি না পর্‌লে, হিঁদুর চেলে না চল্লে, লোকের কাছে বিনয়ী, ঠাণ্ডা না হলে, ঘরে ফিরে লবার পক্ষে ঢের ব্যাঘাত ঘট্‌তে পারে।

মহে। মিত্রজা মহাশয়, আপনি ও সব কিছু ভাব্‌বেন না, গোপাল ভারি সুছেলে, তাকে যা বল্‌বেন সে তাই কর্‌বে, যে এই অল্প বয়েসে—বলে কি সাত সমুদ্র তের নদী পার—দেশের উড় রাজ্যের কুড়—বিলেতে গিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, যার পর নাই সিভিলিয়ান পদ প্রাপ্ত হয়ে এসেছে, সে আর দুটো মিষ্টি কথা কয়ে লোকের মনোরঞ্জন কর্ত্তে পারবে না ? না এক খান ধূতি পরে বাপ মা গুরুজন সকলকে খুসি কর্ত্তে পারবে না ?

নিবা। পারবে না কেন ? অতি সহজেই পারবে ; ইচ্ছা থাক্‌লেই পারবে ; স্বদেশের প্রতি মায়া, স্ব-জাতির প্রতি প্রেম, পিতামাতার প্রতি ভক্তি থাক্‌লেই—

(রঘুনাথ শিরোমণির প্রবেশ।)

এই যে শিরোমণি মহাশয়! আস্‌তে আজ্ঞা হোক্। প্রণাম হই—

রাম। শিরোমণি মহাশয় ! প্রণাম হই—বস্‌তে আজ্ঞা হোক ?

শিরো। (দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদকরণ) আপনাদের কল্যাণ হোক্—(গালিচার আসনে উপবেশন) তবে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ! কতক্ষণ ?

মহে। আজ্ঞে এই কতক্ষণ হলো আসা হয়েছে। আমরা সকলেই মহাশয়ের প্রতীক্ষা কর্‌ছিলাম, এত বিলম্ব হলো যে, প্রাতে কোথাও গমন করা হয়েছিল না কি ?

শিরো। না এমন কোথাও নয়, তবে আজ তিথিটা পূর্ণিমা ; তাই গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম। আস্‌তে কিছু বিলম্ব হয়েছে বটে। (রামধনের প্রতি) তবে রামধনবাবু সংবাদটা কি? আপনার সমস্ত মঙ্গল ত ? কি জন্য স্মরণ করে পাঠান হয়েছে, কোন ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত না কি ?

রাম। আজ্ঞে না, আজকাল এমন কোন ক্রিয়া কলাপ উপস্থিত নাই। তবে একটা বড় দায়ে পড়েছি, তাই আপনাকে স্মরণ করে পাঠিয়েছিলেম; আপনি বইত এ দাসের আর গতি নাই। বশিষ্ঠমুনি যেমন শ্রীরামচন্দ্রের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন,

আপনিও এদাসের তেমনি শুভানুধ্যায়ী। যাতে উপস্থিত দায় থেকে উদ্ধার হই, তার উপায় আপনাকে কর্ত্তে হবে।

শিরো। (স্বগত) দায়ে থেকে উদ্ধার কর্ত্তে হবে, তবে অবশ্যই ফলার পট্টার আর দশ টাকা প্রাপ্তিও হবে, তাই বুঝি দক্ষিণ চক্ষুটো স্পন্দ হচ্ছিল? শাস্ত্রের কথা কে বলে মিথ্যে? এবার কিছু লভ্য না হয়ে আর যাচ্চে না। (প্রকাশে) রামধনবাবু, আপনার আবার দায় কি? আপনি কত বড় লোকের পুত্র—কত বড় লোকের পৌত্র—আপনার আবার দায় কি? যার বাড়ীতে সর্ব্বদাই ক্রিয়াকলাপে দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পূজা হয়; যার বাড়ীতে সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা হয়; যার ধর্ম্মে মতি আছে; তার আবার দায় কি? তবে কখন ক্বচিৎ কুগ্রহের ফলভোগকালীন কিঞ্চিৎ কষ্টভোগ কর্ত্তে হয় বটে; তার চিন্তা কি? একটা স্বস্ত্যয়ন শান্তি করে, আর শালগ্রামের মস্তকে কিছু তুলসী দিলেই, সব খণ্ডে যাবে, তার ভাবনা কি? দায়টা কি বলুন?

রাম। শিরোমণি মহাশয়! আমার বর্ত্তমান দায়টা কি আপনার কাছে নিবেদন কচ্চি; শুনতে আজ্ঞে হোক। আপনার বোধ হয় স্মরণ থাকলেও

থাকতে পারে, আজ প্রায় চার বৎসর হলো আমার পুত্র গোপাল আমাকে না বলে লুকিয়ে বিলেতে পালিয়ে গিয়েছিল ; তার পর সেখানে একাল পর্য্যন্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করে, মেজেষ্টর পদ পেয়ে, দেশে ফিরে এসেচে, এখানে কাল রাত্রে এসে পোঁছেচে। শিরোমণি মহাশয় ! বল্‌তে কি—দেবতা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আমি হারা নিধি পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে যার পর নাই আহ্লাদিত হয়েছি। আর গোপাল যে আমাকে না বলে পালিয়ে গিয়েছিল সে জন্য তাকে কত বক্‌বো মনে করে রেখেছিলেম, সে সব ভুলে গিয়ে আরো তাকে মনে মনে ক্ষমাও করেছি। কিন্তু শিরোমণি মহাশয়, আমার এই হরিষে এক বিষাদজনক চিন্তা উপস্থিত হচ্ছে ! পাছে হিন্দুধর্ম্মের দারুণ বিধি অনুসারে আমার প্রাণাধিক পুত্রটিকে পুনঃ গ্রহণ কত্তে অসমর্থ হই—পাছে গোপালকে ঘরে রেখে জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজনের স্নেহে বঞ্চিত হই—পাছে পবিত্র হিন্দুসমাজচ্যুত হই ; আর স্বর্গীয় কর্ত্তাদের নাম ডোবে। আমি এইসকল ভেবে ভেবে সারা হলেম। শিরোমণি মহাশয়, আমায় রক্ষা করুন ; আমি আপনার নিতান্ত শরণাগত দাস। যাতে আমার

বার্দ্ধক্যের সম্বল, পরকালের পিণ্ডস্থল গোপালকে নির্ব্বিঘ্নে পুনঃগ্রহণ কত্তে পারি, তার উপায় করুন ।

শিরো । (স্বগত) এ যে সামান্য দায় নয়, এ যে সমন্বয়, এ যে জাত্‌রক্ষার উপায়—যা হোক, এখন বুদ্ধি খাটিয়ে একটা দানসাগর গোচের প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিতে পাল্লেই সুন্দর লাভের পন্থা হয় ; দেখা যাক্ কি করে উঠতে পারি । মা সরস্বতী এক বার ঘটে এসো ! তোমার সঙ্গে আমার চিরকাল্ লাঠালাঠি তাই মনে করে এখন বঞ্চনা করো-না । (প্রকাশে) রামধন বাবু, তা আপনি অধিক ভাব্‌বেন না । একটা উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করায়ে আপনার পুত্রকে পুনঃগ্রহণ কর্ত্তে পারবেন । শাস্ত্রে বলে "মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তেন মানবাঃ" তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্তটা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার পুত্রকে একটু সাবধানে রাখবেন । যেন বাটীর পরিবারেরা কেউ তাঁর উচ্ছিষ্টাদি, কি তাঁর স্পর্শিত কোন খাদ্য সামগ্রী ভোজন না করে, আর আপনার বধু-মাতাকেও একটু সতর্ক করে দেবেন তিনি যেন প্রায়শ্চিত্ত হবার পূর্ব্বে স্বামি-সহবাস না করেন ।

মহে । বলি, শিরোমণি মহাশয়, এরকম অবস্থায় প্রায়শ্চিত্তের বিধি আমাদের শাস্ত্রে আছে ত ?

শিরো। কেন থাকবে না, হিন্দুশাস্ত্রে অভাব কিসের ? যেমন “ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটয়ঃ,” তেমনি অসংখ্য বিধি অবিধি যা তত্ত্ব করবেন রত্নগর্ব্বা হিন্দুশাস্ত্রে তাই পাবেন, কিসের অভাব ? তবে এখন কলিকাল—কালমাহাত্ম্যে সব লোপ হলো। এখন আর কেউ আমাদের মত যত্ন করে শাস্ত্র দেখে না।

রাম। (ব্যগ্রতার সহিত) তবে শিরোমণি মহাশয়, আপনার কৃপায় গোপালকে পুনঃগ্রহণ কত্তে পারবো ত ? প্রায়শ্চিত্তের বিধি কি বলুন ? আমরা তার আয়োজন করি।

শিরো। অত ব্যস্ত হবেন না, এ প্রায়শ্চিত্তের বিধি বড় সহজ নয়। অনেক বিবেচনা করে, শাস্ত্র অনুসন্ধান করে, এর বিধি দেখতে হবে। আগে দেখা যাক্ পাপটা কি ?

মহে। পাপটা এমন কিছু নয়, কেবল নিষিদ্ধ দেশে, অর্থাৎ বিলাতে গমন করা; আর কিছুই নয়—

শিরো। (কিঞ্চিৎ রোষযুক্ত) বলি ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আগে তলিয়ে দেখুন, বুঝুন, অত তাড়াতাড়ি ‘নিষিদ্ধ দেশে গমন হয়েছে বইত নয়” বলে প্রথমেই হাল্কা করে ফেলবেন্ না। ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি

না রেখে বিচার করা কি আমাদের মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্ভবে ?

মহে। আজ্ঞে না—

নিবা। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি একটু নিরস্ত হোন্; শিরোমণি মহাশয় যা আজ্ঞা করেন তা সকলে শোনা যাক্; তার পর সাধ্য অসাধ্যের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

শিরো। মিত্রজা মহাশয়, আপনিই বোদ্ধা! শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি না রেখে, ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করে, আর সামাজিক ব্যবহারের মর্য্যাদা না রেখে, বিচার করা কি আমাদের মত অধ্যাপক পণ্ডিত লোকের সাজে ?

রাম। আজ্ঞা না, তা কখনই নয়, আপনি এগ্রামের চূড়া, অধ্যাপকশিরোমণি; শিবতুল্য ব্যক্তি। আপনার দ্বারা অন্যায় বিচার হবে, একি কখন হতে পারে ? এখন আমার প্রতি সদয় হয়ে আমাকে উদ্ধার করুন, আমি বড় কাতর হয়েছি।

শিরো। (কিঞ্চিৎ হর্ষযুক্ত) হাঃ হাঃ রামধন-বাবু, আপনি বড় লোক; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে আপনার যথেষ্ট শ্রদ্ধা। আশীর্ব্বাদ করি আপনি চিরজীবী হোন্। তবে কি জানেন, কোন বিষয়ের বিচার কর্ত্তে

হলে, অগ্রে তার আয়তনটা দেখ্‌তে হবে। সে বস্তুটার পরিমাণ কত। দীর্ঘ, প্রস্থ, গভীরত্ব, গুরুত্ব, অবয়ব, ভাব, অভাব, সাদৃশ্য, সম্বন্ধ, আরো যে কত ন্যায় শাস্ত্রে বলেগেছে (মহেশের প্রতি আস্ফালন পূর্ব্বক) এ সকল তলিয়ে বুঝ্‌তে হবে— এ কি উতলার কাজ ?

রাম। আজ্ঞে তা বটেই ত, এখন অনুগ্রহ করে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দেখতে আজ্ঞা হয়—

শিরো। রসো, অগ্রে পাপটা স্থির হোক। (চিন্তা করিয়া) হাঁ—পাওয়া গিয়েছে, ভাগ্যে সকল শাস্ত্র-গুলোর প্রতি দৃষ্টি ছিলো—

"ম্লেচ্ছ বাসং পরীধানং
ম্লেচ্ছ যানমারোহণং
ম্লেচ্ছ খাদ্যং ভোজনাঞ্চ
ম্লেচ্ছ দেশে নিবাসিতং
ম্লেস্ছ ধর্ম্মং পরিগ্রাহী
পতিতং যান্তি তে নরাঃ।"

এখন দেখ্‌তে হবে, যে এই বচনের কোন্ কোন্ গুলি আপনার পুত্র করেছেন,—অর্থাৎ ম্লেচ্ছ জাতির পরিচ্ছদ পরিধান, ম্লেচ্ছ অর্ণবযান অর্থাৎ জাহাজে চড়া, ম্লেচ্ছ খাদ্য অর্থাৎ অভক্ষ্য ভোজন,

আর ম্লেচ্ছ দেশে বাস করে তাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করা, এ সকল গুলি যে করে সে একেবারে হিন্দু সমাজ থেকে পতিত হয়—তবে এর মধ্যে দুটো একটা বাদ থাক্‌লে উৎকট প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তাকে পুনঃ গ্রহণ কর্লেও কর্ত্তে পারা যায়——

রাম। (সত্রাসে) শিরোমণি মহাশয়, গোপাল আমার ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, এ আপনাকে আমি খুব সাহস করে বল্‌তে পারি। তবে বিদ্যা অধ্যয়নের অনুরোধে জাহাজে চড়ে বিলেতে গিয়েছিল বটে, আর অখাদ্য খেয়েছে কি না তা আমি নিশ্চিত জানি না, বোধ হয় তা কখনই খায় নাই,—কারণ গোপাল ছেলেবেলা আহারের বিষয়ে ভারি ধরাকাট কর্‌তো, সকল রকমের মাছ খেতো না, মাংস খেতো না, তার যে আবার অখাদ্য খেতে রুচি হবে, এমন ত বিশ্বাস হয় না, তবে বল্‌তে পারিনে যদি কাল-মাহাত্ম্যে——

মহে। না, না, আপনারা সে ভয় কর্‌বেন না; গোপাল ভারি সু-ছেলে, আচ্ছা তাকে কেন একবার ডাকা যাক না?

শিরো। হাঁ, আমিও তাই বল্‌ছিলাম প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে তাঁকে দুই একটা প্রশ্ন কর্ত্তে হবে।

রাম। (উচ্চৈঃস্বরে) পাঁড়ে, পাঁড়ে।

নেপথ্যে। আজ্ঞিয়াঃ—আতে হ্যায়, কর্ত্তা মাশা।

(পাঁড়ের প্রবেশ।)

রাম। পাঁড়ে, গোপাল বাবুকো বোলায় ল্যাও।

পাঁড়ে। যো হুকুম কর্ত্তা মাশা।

[প্রস্থান।

নিবা। শিরোমণি মহাশয়, প্রায়শ্চিত্তটা কি ধার্য্য কল্লেন, বিশেষ করে বল্‌তে আজ্ঞা হয়? আপনার উৎকট কথাটা শুনে আমার ভয় হয়েছে; পাছে একালের ছেলেরা তাতে রাজি না হয়, তা হলেই ত আমাদের এত চেষ্টা করা সব বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ হবে।

শিরো। না, না, মিত্রজা মহাশয়, আপনাকে ভয় কর্ত্তে হবে না, তবে কথাটা কি জানেন, উৎকট শব্দে এখানে ব্যয়সাধ্য বিবেচনা কর্ত্তে হবে, কিঞ্চিৎ বেশী অর্থের আবশ্যক; দশজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে হবে, এবং তাঁদের বিদায়ের বিষয়টা ভালরূপ বিবেচনা কর্ত্তে হবে, আর সে বিষয়ের অধ্যক্ষতা আমাকে স্বয়ং কর্ত্তে হবে, নচেৎ সকলই পণ্ড! আর গোপালবাবুর এমন কিছু নয়, কেবল মস্তকটা মুণ্ডন কর্ত্ত্যে হবে, যেহেতু পাপ সকল কেশের

মধ্যে বাস করে,আর যদি তিনি গোমাংস ভক্ষণ করে থাকেন, তবে কিঞ্চিৎ গোময় ভক্ষণ কর্ত্তে হবে, কারণ শাস্ত্রে বলে 'যা হতে উৎপত্তি, তা হতেই নিবৃত্তি,' আর কাহণ কতক কড়ি উৎসর্গ, আর কিছুই নয়।

নিবা। কড়ি উৎসর্গ, দশটাকা ব্যয়, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিদায় ইত্যাদি, এ সকলই হতে পার্‌বে, কিন্তু গোময়ভক্ষণ—মস্তক মুণ্ডণটা হলেও হতে পারে— কিন্তু গোময়ভক্ষণ কর্ত্তে এখনকার ছেলেরা যে রাজি হবে তা আমার কখনই বিশ্বাস হয়না।

(সাহেবি পোসাকে গোপালের প্রবেশ এবং নিকটস্থ চেয়ারের উপর উপবেশন।)

রাম। গোপাল, বাবা, এখানে শিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি আমার পূজনীয় সকলে বসে আছেন—এঁদের প্রণাম কর।

গোপা। (বিরক্তভাব প্রকাশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মস্তক নোয়াইয়া প্রণামকরণ এবং স্বগত) What a barbarous custom!

নিবা। (গোপালের ভাব ভক্তি দেখে স্বগত) বাবা! এ যে ডাহা সাহেব! একে গোবর খেতে বল্লে কি আর রক্ষা আছে! (প্রকাশে) গোপাল বাবু! কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?

গোপা। (স্বগত) *Buboo*—that beastly title I hate with all my heart. (প্রকাশে) আমি প্রাটে morning walk কর্টে গিয়াছিল, Just on my way back I met Pandy. ঠিক ফিরিয়া আসিবার পথে আমি প্যাণ্ডে কো ডেখিল।

শিরো। বলি গোপাল বাবু, বিলাত সহরটা কেমন? সেখানে খাদ্যসুখটা কি রূপ? বিলাতি গরু গুলো দেখে বোধ হয় সেখানে প্রচুর পরিমাণে গব্য-রস পাওয়া যায়।

গোপা। London সহরটা কেমন টাহার idea পাইটে হইলে, টাহার ভাব পাইটে হইলে, আপনার অণ্টঃকরণে চিণ্টা করিটে হইবে যে Calcutta সহর কা like ক্যাল্‌ক্যাটা সহরের মটন আর চার পাঞ্চটা বরো বরো সহর একত্র করিলে যট বরো in area হয়, যট বরো আয়াটন হয়, টটোবরো একটা big বরো সহর আসে—আর সেখানে চার টালা পাঞ্চ টালা সাট টালা, many splendid buildings, আচ্ছা বারি ঘর ঢের আসে—বরো wide চওরা রাষ্টা আসে—numberless shops গুনিটে পারা যায়না এটো ডোকান আসে, ভালো ভালো হোটেল আসে, many public places of amusement, ঢের সাটারণ ষ্টান আসে

আমোড করিটে, ইস্কুল আসে, কলেজ আসে, বাজার আসে, বাগান আসে আর এক বস্টু আসে which is not to be seen in this country যাহা ডেখিটে পাই-বেনা এ ডেশে।

শিরো। সে কি বস্তু যা আমাদের দেশে নাই?

গোপা। সে—The glorious House of Commons.

শিরো। সে কি?

গোপা। সে একটা বরো ঘর আসে, সেখানে meeting—সেখানে প্রজালোকের পসন্দ করা সকল প্রটান প্রটান লোক একট্র হইয়া টর্ক বিটর্ক করে। যডি কুইন কি টাহার Parliament টাহার মন্ট্রি-সকলে কোনি খারাব আইন করে, যাহা প্রজা লোক চায় না, টবে এই হাউস of Commons টাহা করিটে ডেয় না।

শিরো। ও সব আমরা কিছু বুঝিনে, রাজার উপর আবার প্রজার কর্ত্তৃত্ব! তবে কি শাস্ত্র মিথ্যে হবে? "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" যাক্, ও সব কথা যাক্—সেখানে খাদ্যসুখটা কেমন? দধি দুগ্ধ অপর্য্যাপ্ত আছে ত? উত্তম সন্দেশ পাওয়া যায় ত?

গোপা। হাঁ ডুড পাওয়া যায়, মক্খন্ পাওয়া যায়,

cheese পনীর পাওয়া যায়, কিন্টু your nasty *sundesh* no one cares to know or likes at all কিন্টু টুমার খারাব সণ্ডেসকো কোই জানিটে চায়না, কিম্বা পসন্দ করেনা।

শিরো। সে কি? যে দেশে সন্দেশ নাই, সে দেশই নয়। যে দেশে দেবতা ব্রাহ্মণের পরিতোষ-জনক সামগ্রী পাওয়া যায়না, সে কি আবার দেশ? সে দেশই নয়।

মহে। শিরোমণি মহাশয়, প্রায়শ্চিত্ত সমন্ধে কি জিজ্ঞাসা করবেন বলেছিলেন না? তা জিজ্ঞাসা করুন—কারণ বেলাটা অধিক হয়েছে।

শিরো। হাঁ, হাঁ, ও কথাটাই বিস্মৃত হয়েছিলেম। বলি গোপাল বাবু, তুমি ম্লেচ্ছধর্ম্ম অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছ কি না?

গোপা। নেই, আমি করে নেই, I dont like to trouble my brain with puzzles like religion.

রাম। (হর্ষযুক্ত) শিরোমণি মহাশয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছিলেম, যে আমার গোপাল খ্রীষ্টিয়ান হয় নাই।

মহে। গোপাল ভারি সুছেলে। এই অল্প বয়েসে সাত সমুদ্র—তেরো নদী পার বিলেত গিয়ে, পরী-

ক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, যার পর নাই সিবিলিয়ান্ পদ প্রাপ্ত হয়ে এসেছে, সে কি কম ছেলে ?

শিরো। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, একটু থামুন, আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। (গোপালের প্রতি) বাবু, সেখানে তোমার আহারাদির বিষয়টা কি হতো? পাক করে কে দিত ?

গোপা। কেন, আমি হোটেলে ঠাকিটাম, হোটেলের লোক আমার খাড্য প্রস্টুট করিয়া ডিট, আর আমি রুটি, মক্খন্, চীজ্ খাইটাম, Rice, ভাট্ বি খাইটাম্, আর মাংস খুব খাইটাম্।

শিরো। কি মাংস খাইতে ?

গোপা। কেন, ভেড়ি, মুরগী, হাঁস, সুয়র, গরু :—

শিরো। (কর্ণে হস্ত দিয়া) মহাভারত ! বাবু, হিঁদুর ছেলের শেষেরটা বড় নিষিদ্ধ, যদি ভুলভ্রান্তে খেয়ে থাকো, কি দেশকালোচিত কর্ত্তব্যসাধনের অনুরোধে খেতে বাধ্য হয়ে থাকো, সেটা আর গৌরবের পরিচয় মনে করে দেশের লোকের কাছে বলো না। কারণ তাতে তোমার পৌরুষ কিছু মাত্র নাই, কেবল স্বজাতির শোক-উদ্দীপনের কারণ মাত্র হয়। বাবু, একবার ভেবে দেখ দেখি,আমাদের দেশে এখনও যারা যথার্থ হিঁদু আছে, যারা গাভীকে মনুষ্যজাতির মহৎ

উপকারিণী মাতৃসম জ্ঞান করে—যারা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ গাভিহত্যা মহাপাতক বিবেচনা করে—হায়! তাদের কি শোকই হয়, যখন বজ্রাঘাতের শব্দের ন্যায় এই কথাটি তাদের কানে যায়, যে "তাদেরই ছেলে পুলের এই ঘৃণিত গাভিহত্যাজনিত গোমাংস ভক্ষণে রুচি"—তাই বলি বাবু, ওটা আর কারু কাছে বলো না।

গোপা। কেন বলিবে না? Shall I tell a falsehood? আমি কি মিট্‌ঠ্যা বলিবে? I am fond of beef: I like it আমি গরুকি মাংস বরো ভালো বাসে। It is capital food: সে বরো আচ্ছা খাড্য আছে; it gives strength; টাহাটে জোর হয়, আর আমি কেটাবে পরিয়াছি, আগে ঢের ডিন গটো হইল, হিণ্ডুস্টানে সব লোক গরু খাইট; আর লরাই বি করিট; but since you Brahmuns, you rogues, with your vile priestcraft have put a stop to it; কিণ্টু যে ডিন হইতে টুমরা ব্রাম্হন্ সকল, টুমরা চোর সকল, গরুমাংস খাইটে মানা করিয়াছে, সেই ডিন হইটে you have robbed the nation of its strength and spirit; সেই ডিন হইটে টুমরা চোরি করিয়াছে সব লোকের জোর এবং ছাটি।

নিবা। গোপাল, তোমার কি এই উচিত বক্তৃতা হলো ? তোমার বাপ তোমাকে গ্রহণ কর্‌বার জন্য কি না কচ্ছেন ? ব্যয় বল, যত্ন বল, লোকের কাছে স্তব বিনয়—সকলি কর্ত্তে প্রস্তুত আছেন। সে স্থলে কি তোমার এইরূপ হিন্দু-ধর্ম্মের বিরোধী, হিন্দু-সমাজের বিরোধী মনোগত ভাব প্রকাশ করা উচিত কার্য্য হলো ? কোথায় শিষ্ট শান্ত হয়ে দেশের চেলে চলে, প্রায়শ্চিত্ত করে, পিতামাতার, আত্মীয় স্বজনের মন সন্তোষ করবে—

শিরো। আর প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন বলেন ? মনে করেছিলাম যে একটু আদটু গোময় ভক্ষণ করা-ইয়ে শুদ্ধ করে দেবো, কিন্তু বাবুর যেরূপ গোমাংসে ভক্তি তাতে গোময়ের হ্রদে ডুবিয়ে রাখ্‌লেও এঁর প্রায়শ্চিত্ত হবে না। (স্বগত) পোড়া বামণে কপালে কি লাভ আছে ?

গোপা। (সরোষে দণ্ডায়মান হইয়া) প্রায়শ্চিট্ট কি—আমি প্রায়শ্চিট্ট কেন করিবে ? What! Have I committed a sin ? কি, আমি কি পাপ করিয়াসে ? গোময় কি ? গোবর—সি সি সি—How dare you say so, you superstitious rascal ? Eat cow-dung indeed, faugh ! (ঘুসা দেখাওন।)

শিরো। (ভয়ে জড়সড় হইয়া) না বাবা, আমি কিছু জানিনে।

গোপা। টুমার এট সাহস আসে, যে আমাকে গোবর খাওয়াটে চায়? আমি এই ঘুসায় টোমার মষ্টক ভাঙ্গিয়া ডেবে—You dirty, infernal rogue. I have half a mind to cram the dung down your ugly throat and choke you with it, you unmitigated villain! Eat dung indeed! I hate with all my heart your barbarous Hindoo community.

রাম। (ক্রোধে)—ও কি রে পাজি— আমার সম্মুখে তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা? বেরো বেটা এখান থেকে—আমি তোর সিবিলিয়েন পদে প্রচ্ছাপ করে দিই; বেটা নরাধম—আমি আঁটকুড়ো হয়ে থাকবো সেও ভালো।

[গোপালের বেগে প্রস্থান।

শিরো। (কাঁপিতে কাঁপিতে) বাবা! বাঁচলেম, মধুসূদন রক্ষাকর্ত্তা! আর একটু হলেই মেরে ফেলে ছিল আর কি! বাপ্—একেই কি বলে বাঙ্গালি সাহেব ?

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রামধনের অন্দর মহল।

[গালিচার উপর অর্দ্ধেক শোয়া এবং অর্দ্ধেক বসা ভঙ্গিতে গোপালের আহার করণ, টেবিল অভাবে ধামা উপুড় করিয়া তাহার উপর ভোজনপাত্র রাখন এবং বামহস্তে কাঁটার অভাবে গুণছুঁচ ধারণ, এবং দক্ষিণ হস্তে চামচের অভাবে কুসি ধারণ, সম্মুখে অন্য আসনে সরলার উপবেশন।]

গোপা। (খাইতে খাইতে সরলার প্রতি) My sweet সরো, when shall that happy moment come যখন তুমি আর আমি একত্র বসিয়া ভোজন করিবে ?

সর। ছিঃ সোয়ামীর সাক্ষাতে কি মেয়ে মানুষের খেতে আছে ?

গোপা। কেন ঠাকিবে না you little know-nothing? বিবিলোক কি প্রকারে টাহাদের স্বয়ামীর সহিট বণ্ডুর সহিট একত্রে বসিয়া আহার করে ?

সর। বিবিদের সঙ্গে কি বাঙালির মেয়েদের তুলনা হয় ? তারা যে পর পুরুষের হাত-ধরা-ধরি

করে নাচে, তারা যে ঘোড়ায় চড়ে, বেড়াতে যায়, তাদের দেখে কোন্ বাঙালির মেয়েতে তা কত্তে পারে?

গোপা। কেন পারিবে না, শিখিলেই পারিবে ? It is only education which makes one accomplished খালি শিক্ষা চাই,শিক্ষা হইলেই সকল করিটে পারে ; আমি টুমাকে শিক্ষা ডেবে. কেটাব পরিটে, লিখিটে, কারপেট বুনিটে, পিয়ানো বাজাইটে, নাচিটে, গাইটে, সব শিক্ষা ডেবে ; আর টুমাকে গৌন পরায়ে এবং টেবেলে বসায়ে খানা খাইটে শিক্ষা ডেবে ; and then my সরলা you will make a capital mem-sahib.

সর। মেয়ে মানুষের গুরু লোক হচ্চে সোয়ামী, যা বল্‌বে তাই শুন্‌তে হবে,না শুনলে পাপ হয় ; কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি আমি দুটি কাজ কত্তে পার্‌বো না, লেখাপড়া শিখ্‌তে আমি নারাজ নই।

গোপা। কি ডুটা কাজ টুমি কর্টে চায় না ?

সর। আমি গৌন পত্তে পারবো না—বাবা ! সে এক বস্তা কাপড়—চোত্ বোশেক মাসের গরমিতে ঘেমে হাপ্‌সে উঠবো—মাগো ! হাঁপিয়ে মরবো !

গোপা। আর কি কাজ টুমি কর্টে চায় না।

সর। আর আমি অখাদ্যি খেতে পারবো না।

হিঁদুর মেয়ে অমনি মুখে সদ্য সদ্য কুড়ি কুষ্টি বেরুবে। শুনেছিলুম কলকেতায় নাকি কে এক জন বামণের ছেলে—কি সিকদের নাকি—অখাদ্যি খেয়ে গলে পচে মরে গেছে—আর তোমাকেও ব্যাগত্তা করে বলি, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি উগুনো আর খেওনা, কেন ঐ ছাই ভস্ম বই কি আর দেশে ভালো খাবার নাই ? এবার বাপের বাড়ী গিয়ে পিসিমার কাছ থেকে ভালো ভালো রান্না শিখে এসেছি। ভুনি খিচুড়ি বলো—পলোয়া বলো—পাঁটার মাংসের চার পাঁচ রকম বড়া, চচ্চড়ি, পুরের ভাজা, ঝোল, অম্বল, সব রাঁধ্‌তে শিখিচি। যা বল্‌বে তাই রেঁদে দেবো—আমি সকল কাজ ফেলে তোমাকে রোজ পঞ্চাশ ব্যান্নন্ ভাত রেঁদে দেবো—

গোপা। সি সি সি! বাবুর্চিকা ময়লা কাজ করিবে ? টুমি রাঁডিবে ? টাহা কখন হইটে পারে না ; আমি সিবিলিয়ান আসে, টুমি আমার মেম সাহেব আসে, বাবুর্চিলোক, খানসামালোক, টোমার আর আমার খাড্য প্রষ্টুট করিয়া টেবেলের উপর রাখিবে ; টুমি আর আমি একট্রে বসিয়া আহার করিবে।

সর। ও মা সে কি—শুনেছি—বাবুর্চিরে যে ইত্তির জাত! হাড়ি—কেওরা—মোচনমানে বাবুর্চি

হয় ; তাদের রান্না ভাত খেতে হবে, ওমা ! জাতজন্ম যে আর কিছু থাক্‌বে না। ওমা ! আমি হয়ে কেন মলুম না—আমার কপালে এই ছিল ?—(রোদন করিতে২) আহা ! ঠাকরুণ যে আমায় বৌ মা বল্‌তে অজ্ঞান হন—তিনি যে আমাকে মেয়ের চেয়ে বেশী ভাল বাসেন, আমার হাতের রান্না খেয়ে দশমুখে সুখ্যাত করেন—আমি বাবুর্চির রান্না ভাত খেলে তিনি কি আমার আর মুখ দেখবেন—না আমার ছায়া মাড়াবেন ? এখানে আসবার সময় বাবা বলেছিলেন "মা, মেয়ে মানুষের পুণ্যি ধর্ম্ম বার ব্রত যত কত্তে পারো আর না পারো কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা ভক্তি করো, পরকালে ভালো হবে।" আমি তেমনি সোণার শ্বশুর শাশুড়ী পেয়েছিলুম কিন্তু তোমার হাতে পড়ে——

গোপা। টুমি বরো superstitious আসে—টোমাকে reform করিটে অটিক সময় লাগিবে, টোমাকে ভারট আশ্রমে পাঠাইটে হইবে।

সর। সে আবার কোথায় ?

গোপা। সে Calcutta সহরের কাছে একটা বাগান আসে, সেখানে Bengalee ফিমেলোকডের মেম সাহেব বানায়—সেখানে reformation এবং সভ্যটা মেয়ে লোকডের শিক্ষা ডেয়।

সর। আমি সেখানে কক্‌খোনো যাব না। আমি মেম সাহেব হতে পার্‌বো না। আমাকে যমের বাড়ী পাটিয়ে দাও, সেও আমার ভালো, আমি বেঁচে থেকে ঠাকরুণের চোকের বিষ হতে পারবো না।

গোপা। (ক্রোধে ভোজন পাত্র ফেলিয়া উঠন এবং সরলাকে পদাঘাত) You most obstiuate girl. টুমার হুকুম কি আমার হুকুম, টুমাকে চাবুকের ডারা সিডা করিটে হইবে, এবং ডেখিবে টুমি মেম সাহেব হয় কি নেই।

সর। (রোদন করিতে২) আমায় একবার ছেড়ে দশবার মারো তাতে আমার দুঃখু নেই, সোয়ামির মার আশীর্ব্বাদ, কিন্তু ঠাকরুণের যে প্রাণে ব্যথা দিচ্চো, তাঁর চোক দিয়ে যে দিবে রাত্তির জল পড়চে, সে পাপে তোমার কক্ষণো ভাল হবে না। বাপ মার মনে দুঃখু দেওয়া কি বিলাতি সভ্যতার ফল? কৈ সাহেবরাওত বাপ মাকে ভক্তি করে শুনেছি, তবে একি বাঙ্গালি সাহেব হলে পাপ পুণ্যি কিচ্ছু জ্ঞান থাকে না?

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

বৃন্দাবন সরকারের বৈঠকখানা।

(বৃন্দাবন সরকার ও নিবারণ মিত্র আসীন।)

বৃন্দা। মিত্রজা মহাশয়, হলো কি? কাল না আপনারা সকলে গিয়েছিলেন? আমি বাড়ী ছিলেম না, এসে শুনলেম যে রামধনবাবু আমাকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

নিবা। হলো মাথা আর মুণ্ডু! বৃন্দাবনবাবু, যে একেবারে বিগ্‌ড়েছে তাকে কি আর শোধ্‌রান যায়; এ তো আর কচি খোকা নয় যে ধম্‌কে, ভয় দেখিয়ে, বশ করা যাবে।

বৃন্দা। ব্যাপারটা কি, চালচুল গুলো কি একেবারে বিগড়েছে, যে আর শোধরাবার যো নাই?

নিবা। কেমন করে শোধরাবে বলুন? ইচ্ছা থাক্‌লে হবে তো, সে ইচ্ছা টুকু কই, বরং পষ্ট টের পাওয়া গেলো বাবুর আর স্বজাতির প্রতি এক বিন্দুও মায়া নাই। ওহে বৃন্দাবনবাবু, শুনলে অবাক হবে—প্রায়শ্চিত্তের কথা পড়্‌লে বাবু এমনি গরম হয়ে

উঠলেন যে ঠাণ্ডা করা ভার, শিরোমণি মহাশয়কে ঘুসো দেখিয়ে মাত্তে উদ্যত, আর মুক্তকণ্ঠে বল্লে হে, 'তোমাদের অসভ্য হিন্দুসমাজকে আমি ভারি ঘৃণা করি।'

বৃন্দা। কি আশ্চর্য্য! আচ্ছা মিত্রজা মহাশয়, এর কারণটা কি বল্‌তে পারেন? বিলেতে গেলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী পরিবর্ত্তন হয় কেন? বিশেষতঃ স্বজাতির প্রতি অনাস্থা ঘৃণা এ সকল জন্মে কেন? একি সে দেশের দোষ, না কালের মাহাত্ম্য?

নিবা। দেশের দোষ বল্‌বো কেমন করে? শুনেছি বিলেতে যারা বাস করে তাদের মত স্বজাতি-প্রিয় স্বদেশপ্রিয় পৃথিবীতে আর কোন জাতিই নাই। তাদের মহৎ দৃষ্টান্ত দেখে যে এমন নীচ, অধম, আত্মঘাতী পাপাশয় মনের মধ্যে জন্মাবে, এ ত কখনই বিশ্বাস হয় না, তবে এ আমাদের পোড়া কপালের দোষ বল্‌তে হবে, আর কতকটা কালের মাহাত্ম্যও ধর্ত্তে হবে, নৈলে যে বাপ্‌ মা আপনার সন্তানকে প্রাণ উৎসর্গ করে লালন পালন করে, লেখা পড়া শিখায়, বিলেতে গেলে সেখানকার খরচ যোগায়, বিবাহ দিয়ে ঘরকন্না গুচিয়ে দেয়,

আপনার যাবজ্জীবনের পরিশ্রমের উপার্জ্জিত সঞ্চিত ধন যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে সংসারে স্থিত করে দেয়,—অন্তঃকরণের স্নেহের কথা ছেড়ে দেও সে কে বলে উঠতে পারে ? সেই বাপ মাব উপর অভক্তি ? সেই বাপ মার মনে শোকের আগুন জ্বেলে দেওয়া ? এ কলিকাল মাহাত্ম্য বই আর কি বল্‌বো ? এমন ঘৃণিত পাপ কৃতঘ্নতা আর কোন্ কালে ছিল ? আর আমাদের পোড়া কপালের দোষ বলি কেন, দেশ শুদ্ধ লোকটা আশা করে রয়েছে—কোথায় নব্যেরা বিলেত থেকে পণ্ডিত হয়ে এসে দেশের দুঃখ ঘুচাবে, স্বজাতির অবস্থার উন্নতি কর্‌বে, হিন্দু-সমাজের মুখ উজ্জ্বল করবে, আর পৃথিবীর ভেতরে বাঙালি যে একটা জাত আছে তা সকলকে জানাবে, হায় ! সে সব আশা ভরসার মুখে একেবারে ছাই পড়লো ! এ আমাদের কি কম্ পোড়া কপাল !

বৃন্দা। পোড়া কপাল তার আর সন্দেহ কি ? কিন্তু মিত্রজা মহাশয়, আমার বিবেচনা হয়, বিলেতের ফেরং নব্যেরা যে স্বজাতির সঙ্গে এসে মেশেনা, তার আরো কারণ আছে !

নিবা। সে কি ? খুলে বল দেখি ?

বৃন্দা। আমার বোধ হয়, তারা বিলেতে গিয়ে খুব উঁচু দরের লেখা পড়া শেখে, আর তেমন দরের লেখা পড়া যারা বিলেতে যায় নাই তারাতো জানে না, সুতরাং তাদের সঙ্গে এসে মিশ্‌তে মনটা কেমন ঘৃণা ঘৃণা করে, তাইতে সমাজের প্রতি তাদের স্নেহও নাই, মায়াও নাই, তফাতে থাক্‌তে ভালো বাসে।

নিবা। বৃন্দাবন বাবু, এটি ভাই তোমার ভুল। কেন, আমাদের দেশের যারা বিলেতে যায় নাই, তাদের মধ্যে কি কেউ উঁচু দরের লেখা পড়া শেখে নাই ? তুমি কজন চাও ? যারা মরে গিয়েছে, তাদের নাম আর করবোনা, কেবল শোক বাড়ে বইত নয়, কিন্তু হরিশের আর রামগোপালের নাম না করেও থাক্‌তে পারিনে, আর যারা বেঁচে আছে, সেই চাঁদের হাটের উপর একবার চেয়ে দেখ দেখি ? রাজেন্দ্র লাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল, এরা কি পণ্ডিত নয় ? উদিকে একবার হাইকোর্টের পানে চেয়ে দেখ দেখি, মরি ! দ্বারকানাথ কি আলোই করেছে। যেন কতক-গুলি শাদা হীরে পোকরাজের মাজখানে একটি নীলকান্ত মণি জ্বল্‌ছে। আহা ! কি ঠাণ্ডা, গম্ভীর,

নীলি আলো ! দেখলে বাঙ্গলার চক্ষু জুড়োয়, তার চেয়ে কি তোমার বিলেতের ফেরতদের বেশী জলুস ? আবার উকিলদের ভেতরে দেখ, রমেশ, কৃষ্ণকমল, হেম, আশু, আরো যে কত সাঁচ্চা হীরে ঝোক্‌চে, তাদের চেয়েও কি তোমার বিলেতের ফেরতদের বেশী রোসনাই ? দিশি লেখা পড়া শিখে নীলাম্বর কাশ্মীর আলো করেছে। কালিকাদাস কুচ-বেহার রক্ষা কচ্চে। আর ডিপুটি মেজেষ্টর, মুন্‌সফ্‌, সদর আলার ভেতরে বঙ্কিমের মত, ঈশ্বর মিত্রেরমত, তারাপ্রসাদের মত, অমৃতলালের মত কৃতবিদ্য যে ঢের আছে, তারা কি ফেল্‌না ? অধম কেরাণিকুলের ভিতরে খুঁজলেও শ্যামবাবু, শশীবাবুর মত রত্ন ঢের পাওয়া যায়। তাদের কাছেও তোমার বিলে-তের ফেরতরা দাঁড়াতে পারেন না। হায় দীনবন্ধু ! কি লোকটাই মরে গিয়েছে !

বৃন্দা। মিত্রজা মহাশয়, তবে কি আপনার মতে বিলাত যাবার আবশ্যকতা নাই ?

নিবা। আবশ্যকতা নাই কেন ? আমিত পূর্ব্বেই বলেছি, স্বজাতির স্বদেশের মঙ্গল সাধবার জন্যে পৃথিবীর সকল দেশেই যেতে হয়,বিশেষত বিলেতে। রাজার সু-বিচার কি কু-বিচার কি আমাদের

দুর্ভাগ্যের দরুণ, যার দরুণই হউক, কতকগুলো পদ বিলেতে না গেলে আর পাবার যো নাই, সেই গুলোর জন্যে বিলেতে যেতে হয়। আর সেখানে শেখবার সামগ্রীও ঢের আছে। শিল্প, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য শাস্ত্রের চর্চ্চা, যা আমাদের দেশে এখনও হয় নাই, সে সকল শিখে পুঁজি বাড়িয়ে দেশে এসে আপনাদের দুঃখ অভাব ঘুচুতে হয়। শুদ্ধ সাহেব হবার জন্যে কি বিলেতে যাওয়া? না সাহেবদের সঙ্গে কুটুম্বিতে কত্তে বিলেতে যাওয়া? যে সকল গুণপুরুষ সেখান থেকে কেবল সাহেব হয়ে আসেন তাঁরা যদি মনে মনে অহঙ্কার করেন যে তাঁরা দিশি লোকেদের চেয়ে বড় লোক, এটি তাঁদের সম্পূর্ণ ভুল। যদি কাল গবর্ণমেণ্ট এখানে সিবিলিয়ান কি ব্যারিষ্টরের পরীক্ষা দেবার আজ্ঞা দেন, তবে পরশু দেখবে যে কত পাল পাল দিশি ছেলে ঐ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিবিলিয়ান আর ব্যারিষ্টরের পদ ছ্যা ছ্যা করে তুলবে।

বৃন্দা। যা হোক্ মিরজা মহাশয়, বড় দুঃখের বিষয়। রামধন বাবু আমাদের নেহাৎ ভালো মানুষ, এমন মর্ম্মভেদি মনস্তাপ পাবেন তা স্বপ্নেও জান্তেম্ না। আহা! বেচারা এই দুদিনে একবারে শুকিয়ে

গেছে। ছেলেটা যদি সাহেব না হয়ে একটা ব্রাহ্ম ট্রাহ্ম হয়ে ঘরে থাক্‌তো তবে সংসারটা বজায় থাক্‌তো।

নিবা। ও এ পিট আর ও পিট, ও সবই সমান। যে ভেতরের কথা জানে না সে তাদের সুখ্যাত করুক।

বৃন্দা। ভেতরের কথাটা কি ?

নিবা। ভেতরের কথাটা কি জান—হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্ম, Positivist, Millite, Utilitarian, আস্তিক, নাস্তিক, ইত্যাদি পৃথিবীতে যত রকমের ধর্ম্ম বা সেই সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে সে সব থাক। যার মনে যা ভাল লাগে সে তাই করুক, তাতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাই, বলবারও নাই; কিন্তু লৌকিক ব্যবহার এটি ইহলোকের সামগ্রী, এর মান সকলকে রাখতে হবে; যিনি না রাখ্‌বেন তাঁকে অবশ্যই সমাজে নিন্দনীয় হতে হবে। পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও তাঁদের সন্তোষ রাখন, এ একটি প্রাচীন লৌকিক ব্যবহার, এটি পৃথিবীস্থ সকল সভ্য জাতির মধ্যে আবহমান কাল প্রচলিত হয়ে আস্‌ছে। তুমি যদি আজ এটি অমান্য কর তবে তোমাকে এই দণ্ডেই পৃথিবীস্থ সকল

লোকের কাছে ঘৃণিত হতে হবে। তেমনি স্বদেশ-প্রিয়তা, স্বজাতিপ্রিয়তা, প্রভৃতি অনেক গুলি লৌকিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য আচরণ আছে যা না কর্লে তুমি নর-সমাজে নিন্দনীয়।

বৃন্দা। মিত্রজা মহাশয়, তবে আপনি কি বলেন যে ব্রাহ্মেরা ঐ সকল লৌকিক ব্যবহার অবজ্ঞা করেন?

নিবা। সকলেই যে করেন তা আমি কখনই বলিনে। ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেক মহাত্মা ভদ্র লোক আছেন তবে দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখে অবাক্ হয়েছি।

বৃন্দা। সে দৃষ্টান্ত গুলো কি, খুলে বলুন না? আপনার কথা শুনে আমার ভারি আমোদ জন্মাচ্চে।

নিবা। আরে বৃন্দাবন বাবু, শুন্‌লে অবাক্ হবে। আমার মাতুলালয়ের সান্নিধ্যে নাজানিপুর নামে একখানি গ্রাম আছে, সেখানে গৌরীনাথ তর্কবাগীশ নামে এক জন অধ্যাপক বাস কর্ত্তেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের একটি পুত্র, নাম শম্ভুনাথ, ভারি বুদ্ধিমান। তার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখে, তর্কবাগীশ মহাশয় তাকে সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করে দেবেন বলে,

কল্‌কেতায় লয়ে গেলেন ; কিন্তু অর্থের সুপ্রতুল না থাকায় বাসা খরচ ইত্যাদির সমাবেশ কি প্রকারে করবেন্ সেই চিন্তায় ব্যাকুল হলেন। পরে সেখানে কোন আত্মীয় স্থলে কিছু দিন থেকে, বহু আয়াস, বহু পরিশ্রম, বহু যত্ন করে কোন ধনবানের সাহায্যে পুত্রটির বাসাখরচের সংস্থান করে, তাকে কালেজে ভর্ত্তি করে দিয়ে বাড়ী গেলেন। কয়েক বৎসরের পরে ছেলেটি বুদ্ধিমান ছিল, বেশ পণ্ডিত হয়ে উঠ্‌লো। তর্কবাগীশ মহাশয় মনে মনে আহ্লাদিত হয়ে ভরসা কত্তে লাগলেন, যে এত দিনের পর জগদম্বা অমৃত দিলেন, " অমৃতং পুত্র পণ্ডিত," আর ভাবনা কি, এখন দুঃখ ঘোচ্‌বার পথ হলো, " সুখান্তে রোদয়েৎ গাভী, দুঃখান্তে পুত্র পণ্ডিতঃ," এখন যেমন করে হোক একটা ইস্কুলের পণ্ডিত বা শিক্ষক হয়ে শম্ভুনাথ আমার মাসে ৫০।৬০ টাকা আন্‌তে পারবে, আমিও সংসারের ভাবনা থেকে অবসর পেয়ে বিশ্রাম কর্‌বো। কিন্তু ভবিতব্যতার যে বিচিত্র গতি তা তিনি স্বপ্নেও জান্‌তে পারেন নাই ! এখানে শম্ভুনাথ পৈতেফেলা ব্রাহ্মদের দলে মিশে (ব্রাহ্মদের অনেক দল আছে) এক জন গোঁড়া ব্রাহ্ম হয়ে পড়েছেন, জাঁক জমক করে পৈতে

গাছটা শীঘ্র ফেলে নব্য সভ্য ব্রাহ্ম-সমাজে আপনার মর‍্যাল করেজের—না স্বেচ্ছাচারিতার—পরিচয় দিয়ে মনুষ্যজন্ম সার্থক কর্‌বেন তারই আন্দোলন কচ্চেন, ইতিমধ্যে তর্কবাগীশ মহাশয় বাড়ী থেকে এই সকল সংবাদ পেয়ে হতাশে, চিন্তায়, শোকে, ব্যাকুল হয়ে জ্ঞানশূন্য বাতুলের মত কল্‌কেতায় এসে পড়্‌লেন। আর এসে দেখ্‌লেন্ যে তাঁর আশা ভরসার মুখে সত্য সত্যই ছাই পড়েছে। শম্ভুনাথ প্রতিজ্ঞা করেছে সেই দিনেই পৈতে ফেল্‌বে।

বৃন্দা। এই সব দেখে শুনে তর্কবাগীশ মহাশয় কি কল্লেন ?

নিবা। তর্কবাগীশ মহাশয় অনেক কাঁদ্‌লেন, আবার কাঁদতে কাঁদতে কত কাকুতি মিনতি করে শম্ভুনাথের দুটো হাতে ধরে বল্লেন "বাবা, যদি একান্তই পৈতে ফেল্‌বে তবে এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর, আমি তোমার সঙ্গে দুটো ভালো করে কথা বার্ত্তা কই, দুটো বুঝাই, দুটো বা তর্ক করি, তার পর তোমার যা মনে আছে তাই করো। আমি এই বাড়ী থেকে এসে পঁহুছিলেম, বাবা আমাকে একটু জিরোতে দেও, একটু স্থির হতে দেও, বাবা

আমি তোমাকে হারাবার ভয়ে বড়ই কাতর হয়েছি।"

বৃন্দা। আহা কি অপত্যস্নেহ! বাপের এই কাতরোক্তি শুনে শম্ভুনাথ কি বল্লেন্?

নিবা। বৃন্দাবন বাবু, শম্ভুনাথ যা বল্লেন তা শুন্‌লে অবাক হবে; পাষাণ-হৃদয়, কৃতঘ্ন, নরাধম শম্ভুনাথ মুক্তকণ্ঠে বল্লে—"সন্তানের স্বাধীনতার উপর পিতামাতার হস্তক্ষেপ করা অনুচিত, আর সে বিষয়ে তাঁদের ক্ষমতাও নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি পৈতে ফেলিব, তা অবশ্যই করিব, না করিলে আমাকে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের পাপে লিপ্ত হতে হবে।"

বৃন্দা। (বিস্ময়যুক্ত) বলেন্ কি? এমনি করে বল্লে?

নিবা। আর বলেন কি! হায়! এখন হিন্দু মুনি ঋষিরা সব কোথায় গেলেন্? এক বার স্বর্গে থেকে মর্ত্ত্যে এসে কলিকাল মাহাত্ম্য দেখে যান! কোথায় হে কবিকুলচূড়ামণি বাল্মীকি! পিতৃসত্যপালন কর্‌বার জন্যে তুমি রামকে চোদ্দবৎসর রাজ্য থেকে বঞ্চিত করেছ, বনবাসের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়েছ, দারুণ জটাভার বহন করিয়েছ, হায়! এখন অপত্য-স্নেহে-কাতর পিতৃ-অন্তঃকরণ সন্তোষের জন্যে লঘু-

তার পৈতে গাছটা শম্ভুনাথ গলায় সপ্তাহ মাত্রও রাখ্‌তে পাল্লে না ! হায় পবিত্রময়ী হিন্দু ধর্ম্মনীতি ! তুমি কলিকালের ভয়ে কোথায় লুকালে ?

বৃন্দা। তাইত মিত্রজা মহাশয়, আমি শুনে যে অবাক হলেম ! ব্রাহ্মদের মধ্যে যে এমন পাষণ্ড আছে তা আগে জানতেম্ না।

নিবা। তাইতে তো বলেছিলেম্ যে ও পিঠ্ আর এ পিঠ্। যে ভেতরের কথা জানেনা সে তাদের সুখ্যাত করুক্; আর তাদের স্বজাতিপ্রিয়তার কথাটা শুন্‌লে আরো অবাক হবে।

বৃন্দা। সে আবার কেমন ?

নিবা। সে আরো মজার কথা। তাদের দলের মধ্যে এক জন প্রধান ব্রাহ্ম, তিনি সভার মধ্যে মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে "আমি হিন্দু বলে আপনাকে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি।" পৃথিবীতে কি সভ্য কি অসভ্য কোন জাতিরই লোক আপনার স্বীয় কুলের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেননা, কিন্তু তিনি হিন্দুকুলে জন্মে আপনাকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। দেখ হে বৃন্দাবন বাবু, এক্ বার কত দূর জ্ঞানের, ধর্ম্মের, আর সভ্যতার দৌড়—বলি হারি যাই !

বৃন্দা। মির্জ্জা মহাশয়, ওসব এখনকার কালের স্বধর্ম্ম। ইংরিজি লেখাপড়া শিখলেই যেন আগে পিতামাতার প্রতি অভক্তি দাঁড়য়েছে।

নিবা। ইংরিজি লেখাপড়া শিখলেই যে পিতা-মাতার উপর অনাদর জন্মে এ আমি কখন বল্‌তে-পারিনে। কই হরিশ,রামগোপাল, দ্বারকানাথ, এদের মতন ইংরিজিতে পণ্ডিত ক জন ছিল, আর আছে? তুমি গোপনে তল্লাস কল্লে জান্‌তে পারবে এদেরমতন মাতৃভক্তি কোন মুনিঋষির ছিল কি না সন্দেহ; আর দেখ উমেশ দত্ত যদিও খ্রীষ্টিয়ান হয়েছে কিন্তু তার মাতৃভক্তি দেখলে আশ্চর্য্য হবে। আহা! চালচুল গুলি কি নরম! মরি কি ঠাণ্ডা প্রকৃতি! চওড়া পেড়ে ধুতি গুলি পল্লে কি সুন্দরই দেখায়। কথাটা কি জান বৃন্দাবনবাবু, বেশী লেখাপড়া শিখলে সারত্ব জন্মায়, আর তাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা থাকে, কিন্তু যে সকল গুণপুরুষেরা পাত কতক পুঁতি উলটেছেন, তাঁরাই কেবল গরবে পৃথিবীকে সরাখানা দেখেন। কথায় বলে "গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্‌ফরায়তে।"

(বাবাজীর প্রবেশ।)

কি হে? বাবাজী যে, কোথা থেকে?

বাবা। আজ্ঞে, এই ভিক্ষেয় বেরিয়েছি।

বৃন্দা। কেমন হে বাবাজি! তোমাদের বাউল তন্ত্রের মধ্যে আজকাল কোন নতুন গান টান হয়েছে?

বাবা। আজ্ঞে, হয়েছে বইকি, অনেক হয়েছে, তবে আমি একটা বই আর বেশী শিখতে পারি নাই।

বৃন্দা। তুমি কোন্‌টা শিখেছ?

বাবা। আজ্ঞে. আমি কলিকালের গানটা শিখিছি!

বৃন্দা। কলিকালের গান! সে আবার কেমন? আচ্ছা গাও দেখি শোনা যাক্।

বাবা। যে আজ্ঞে।

গীত গাওন।

বাউলের সুর, তাল একতালা।

এবার ডুবলো হিঁদুয়ানি!
কলিকাল স্রোতে ডুবলো হিঁদুয়ানি॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম জাত বাঙ্গালীর—ও সব যায় যে ভেসে,
ডুবলো হিঁদুয়ানি॥
কলির প্রথম ঢেউ রামমোহন তুলে,
একাকারের পথ দিল খুলে,
সহমরণটা উঠিয়ে দিয়ে, কল্লে পাপের বীজ বুনানি॥

ও তার পরে রামগোপাল এসে,
খানা খাওয়াটা শিখিয়ে দেশে,
জেতের দফা কল্লে রফা, চালিয়ে ব্রাণ্ডি রাঙা পাণি
ও তার শেষে যা যা বাকি ছিল,
সেন্জ. মশায় সব শুধিল,
ধোপানী ব্রাহ্মণী হলো, ব্রাহ্মণী ধোপানী ॥
এলো মড়ার উপর মাত্তে খাড়া,
যত বিলেত ফেরা হুজুরেরা,
পরে সাহেবি চুড়োধড়া, তেজি দিশি চাল চলুনি ॥
বাতুল চাঁদ বাউলে বলে,
দেখ্‌বে কত কলিকালে,
হিঁদুর মেয়ে শাড়ী ফেলে, পচ্চে পোসাক বিবিআনি ॥

(যবনিকা পতন ।)

চতুর্থ অঙ্ক।

মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ফুল বাগান।

(গোপাল ও নবীন আসীন।)

নবী। গোপাল, তুমি এ ফিরিঙ্গি ধরণের বাঙ্গলা শিখলে কোথা থেকে ?

গোপা। ভাই, এসব কেবল policy জানবে। জানো আমরা গবরণমেণ্টের covenanted servants—পোলিটিকেল purpose serve কত্তে policy শিখতে হয়। Just see, Nobin, and reflect for a moment what noble specimen of a politician is Sir George Campbell, our present Bengal Governor. Just fancy Nobin আমাদের blessed civilian class থেকে কি brilliant star বেরিয়েছে; and can you say, Nobin, what are the peculiar characteristics in His Honor's brilliancy ?

নবী। এ কথা অবশ্য স্বীকার কত্তে হবে যে ক্যাম্বেল সাহেবের মত এক জন উপযুক্ত লোক সিভিলিয়ানদের মধ্যে কম আছে—তাঁর যে অসাধারণ energy and intelligence—তাঁহার শত্রুদেরও মান্‌তে হবে, বিশেষতঃ এই ফ্যামিনের সময় তার কতকটা

পরিচয় দিয়েছেন। যাক্, সে সব কথা যাক্, তার সঙ্গে তোমার ফিরিঙ্গি-তর বাংলা কথা কওয়ার কি connection আছে ?

গোপা। নবীন তুমি দেখ্তে পেলে না among the many brilliant qualities His Honor possesses two grand and peculiar jewels which place him high in the rank of politicians and statesmen.

নবী। সে দুখানি কি grand jewel ?

গোপা। সে Policy আর Obstinacy. These are the two grand principles of Political Science. Policy শিক্ষা দেয় duplicity, অর্থাৎ আমি করবো এক রকম, আর তোমাকে দেখাবো অন্য রকম, আর Obstinacy মানে fixity of purpose, যাকে determination বলে। Any blessed scheme which emanates from His Honor's mind must be carried out with determination, paying no regard or heed to the clamorous opposition of the press or public opinion. এখন বুঝলে আমি কেন সাহেবি তর বাঙ্গলা কোই ? তুমি কি মনে করেছ যে আমি তিন চার বৎসর বিলেতে গিয়ে বাঙ্গলা ভুলে গিয়েছি ? তা কখনই নয় ; কেবল policy শেখবার জন্যে duplicity play কত্তে হয়। জানো আমরা civilian, এক দিন না এক দিন the reins of government

might come to our hands, and then আমাদের country govern কত্তে হবে, তখন আমাদের statesmanship দেখাতে হবে। যদি আমরা এখন থেকে policy practise না করি, তবে কেমন করে political purpose serve করবো? আর তুমি জানো আমি এই policy দ্বারায় certain success gain করিছি?

নবী। কি success gain করেছো?

গোপা। আমার wife প্রথমে ভারি objection raise করেছিল। সে আমার সঙ্গে কল্‌কেতায় যেতে, তবে English ষ্টাইলে থাকতে ভারি নারাজ হয়েছিল। আমি অমনি policy খাটালুম আর সে সিদে হয়ে গেলো।

ন। কি policy খাটালে?

গোপা। কেন—Taming of the Shrew. আমি খুব গরম সাহেবি মেজাজ দেখালুম, আর সাহেবি ধরণের পদাঘাত কল্লেম, অমনি সে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো; আর সে সকল foolish objections মুখে আন্‌লে না।

নবী। তবে তুমি আমাদের community একেবারে ছেড়ে যাচ্চো?

গোপা। হাঁ, এক রকম ছেড়ে যাচ্চি বটে, কিন্তু এও policy জানবে। আমরা যদি তোমাদের

barbarous, superstitious, idolatrous কমিউনিটির সঙ্গে mix করি, তবে আমাদের civilian brother-officers, আমাদের learned colleagues দের কাছে আমরা কখন sympathy পাব না, and further বাঙ্গালীর চেলে চল্লে আমলা সকল রাস পোঙ্গে নেবে, তারা বাবু বলে ডাকবে, খোদাবন্দ কি হুজুর, এসব just honors due to the covenanted service আমরা কখনই পাব না ; consequently for the sake of keeping one's position and honor, আমাদের সাহেবি চেলে চল্‌তে হবে ।

নবী । আচ্ছা, সাহেবি চেলেই চল আর যাই করো কিন্তু শিরোমণি মহাশয়কে ঘুসো দেখিয়ে মার্ত্তে যাওয়াটা কি ভাল কাজ হয়েছে ?

গোপা । সেটা অবিষ্টিন্যাসির দৃষ্টান্ত দেখান গিয়েছে, অর্থাৎ I shewed my determination and readiness to fight with any body who would venture to cross me. এসব না কল্লে আর কি রক্ষা ছিলো ? আমাকে গোবর খেতে বলে ! Nobin, just fancy how audacious are these Brahminical knaves.

নবী । পিতামাতার অন্তঃকরণে কষ্ট দেওয়া, তাঁদের অবাধ্য হওয়া—এটাও policy নাকি ?

গোপা। নবীন, তুমি বুঝ্‌তে পারো না। Under certain age children should of necessity be under the care and guardianship of parents, তার পর যখন ছেলে earn কত্তে শিখলে, তখন he is at perfect liberty to settle himself in the world in any way he likes best. আর দেখ, নবীন, in nature হাঁস, মুরগী, ছাগল, গরু, ভেড়ী যত জানোয়ার আছে, সব আপনার বাচ্ছাকে লালন পালন করে, আর বাচ্ছারা যখন বড় হয়, আপনা আপনি চরে খেতে শেখে, তখন they don't remain under the care of their parents—এই দৃষ্টান্তে সকল civilised nation of Europe চলে।

নবী। মানুষকেও কি হাঁস, মুরগী, ছাগলের দৃষ্টান্ত দেখে কাজ কর্ত্তে হবে ?

গোপা। Nobin, you cannot but submit to the laws of Nature, man being head of the animal creation is naturally prompted by animal impulses in all his actions.

নবী। তবে মানুষে আর পশুতে তফাৎ কি রইলো ?

গোপা। তফাৎ কি ? কিছুই নয়। According to Darwin, the greatest authority of the day, মানুষ বানর

থেকে হয়েছে, আর law of ইভলিউসনের নিয়মে এর পরে in distant future মানুষ থেকে আর এক রকমের নতুন জানোয়ার হবে, এমন ভরসা হয়।

নবী। হাঁ, এটা কতক সত্য বোধ হচ্চে। কালেতে যে মানুষ থেকে এক রকম নতুন জানোয়ার উৎপত্তি হবে তা তোমাদের দেখেই বিশ্বাস হচ্চে।

গোপা। আমাদের দেখে বিশ্বাস হচ্চে কি রকম ?

নবী। কেন, আমাদের দিশি জানোয়ারদের চেয়ে তোমরা অনেক এগিয়েছো in the path of progress—কি দৃশ্যেতে, কি আহারে, কি বিহারে, কি পোসাকে, কিসে নয় ?—সকলদিকেই তোমরা আমাদের চেয়ে ঢের এগিয়েচো——তবে আমাদের ভেতরে যারা লুকিয়ে তোমাদের follow করে, তারাতো হিপোকৃট্—তারা শ্যাম রাখে, কুল রাখে—তাদের কথা ছেড়ে দেও—কেবল পাদ্‌মহাত্মাদের অনুকম্পায় যাঁদের আলোয় গমন হয়েছে, তাঁরাই কেবল নির্ব্বিরোধে progress, happiness, civilisation, সুখ স্বচ্ছন্দ রূপ অমৃতমান মত্তমান রম্ভা সকল দিশি জানোয়াররূপ বানরগণকে দেখিয়ে দেখিয়ে ভক্ষণ কচ্চেন্। কিন্তু ভাই, বেশী বাহবা তোমাদের—পু[illegible]আদের নির্ম্মল ধর্ম্মালোক না পেয়েও শুদ্ধ বুদ্ধির আলোয় মনের অন্ধকার

ঘুচিয়েছো—আর মর‍্যাল করেজের জোরে—প্রগ্রেসের ষ্টেপে পা দিয়ে ডার্‌উইনের theory prove কচ্চো—বলি, গেলো বারের Calcutta Journal of Medicine দেখেচো কি ? যদি না দেখে থাকো তবে একবার Contemporary Literature হেড্‌টা খুঁজে দেখো—Mivart তোমার ডার্‌উইনের theory উল্টে দিয়েছে ! এখনও পৃথিবীতে জ্ঞানী আছে, পণ্ডিত আছে ! Darwin যে চালাকি করে জগৎ শুদ্ধ লোকের পূর্ব্ব পুরুষকে বানর বলে পার পেয়ে যাবেন, সে দিন এখনও এসেনি—মরি ! নিজের যেমন বানুরে চেহারা বুদ্ধি টুকুও যে তেমনি দেখ্‌তে পাই ? মানুষকে বানর বাচ্ছা ঠাউরেছেন্ !

গোপা। Ha ! ha ! Nobin, you have made a capital speech ! দেখ ভাই, নবীন, true progress কাকে বলে তোমাদের সে আইডিয়াই নাই। In America স্থানে স্থানে true principles of progress introduce হচ্চে, সেখানে free love, abolition of marriage, common-wealth প্রভৃতি উঁচুদরের সভ্যতার সূত্রপাত হচ্চে ; আর দেখবে India তে কি at least বেঙ্গলে অতি শীঘ্রই God bless Sir [illegible] Campbell ! (যত দিন তিনি আমাদের ruler আছেন তখন এ ভরসা কল্লেও

কর্ত্তে পারি) দেখ্‌বে অতি শীঘ্রই আমরা বেঙ্গলে ঐ সকল principles of true progress introduce করবো ; যদি আমাদের most kind and paternal government help করেন—ভরসা করি আমাদের most illustrious Lieutenant-Governor Sir George personal গভ্‌রণ্‌মেণ্টের সঙ্গে সঙ্গেই those grand principles of social improvement বেঙ্গলে introduce করবেন।

নবী। হাঁ, তা হলেই দেশে সভ্যতার চূড়ান্ত হবে। সত্যযুগ আবার ফিরে আস্‌বে। স্বেচ্ছাচারের তুফান লেগে পশ্বাচারের ঢেউ উঠ্‌বে। কে কার বাপ, কে কার ভাই, কে কার ভগ্নী, খুড়ী, মাসী, পিসী কিছু চেনা যাবে না—সকল গোল মিটে যাবে। মনের মধ্যে আর ময়লাটুকু থাক্‌বে না—সেই উঁচুদরের সভ্যতাতরঙ্গে সব ধুয়ে যাবে, আর ডারউইনের প্রলাপ কথাটিও সত্যি হবে। যা হোক, গোপাল, ভাই তোমরা এক্‌কাটি সরেশ! নকলে আসলকে জিতেছো। সত্যিকের সাহেবরা তোমাদের কাছে কল্‌কে ছেড়ে ঠিক্‌রেও পান না।

(যবনিকা পতন।)

পঞ্চম অঙ্ক।

—◆—

রামধন বসুর অন্দর মহল।

(রামধন ও অন্নপূর্ণা আসীন।)

অন্ন। গোপাল আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে আমি কাকে নিয়ে ঘরকন্না করবো ?

রাম। তা আমি কি করবো বলো ? আমিত আর চেষ্টা কত্তে কসুর কল্যেম না ; কিন্তু সে একান্ত থাকবে না, প্রায়শ্চিত্ত করবে না, হিঁদুর চেলে চল্‌বে না—আমি অমন ছেলেকে ঘরে রেখে কি জাত কুল সব হারাবো, একঘরে হয়ে থাক্‌বো, কর্ত্তাদের নাম সম্ভ্রম সকল ডোবাবো ? প্রাণ থাক্‌তে তাতো কখনই পারবো না। যে ছেলে বাপমার মুখ চাইলে না, কথার বশ হলো না, তেমন ছেলেতে কি প্রয়োজন ? শাস্ত্রে বলে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ" তাই যখন হলো না, তখন সে ছেলেতে দরকার কি ? সে যখন জেতের বাহিরে গেলো তখন সে আবার আমাদের মোহল পিণ্ডি দেবে এ কি কখন বিশ্বাস [illegible]—যাক্, চুলোয় যাক্, তার জন্যে আর খেদ করিনে—এখন বউমার মত

কি ? তিনি কি আপনার পিত্রালয়ে যাবেন, না গোপালের সহগামিনী হবেন ?

অন্ন। বউমা আমার সতী লক্ষ্মী—সে কি সোয়ামী ত্যাগ করে থাক্‌তে পারে ? বাপ মা শ্বশুর শাশুড়ী ঘর কন্না সব ছেড়ে গোপালের সঙ্গে যেতে হবে বলে কেঁদে কেঁদে বাছা আমার সারা হলো। আহা ! মা আমার কেঁদে কেঁদে চোক দুটি ফুলিয়ে ফেলেছে, বাছার মলিন মুখ খানি দেখলে বুক ফেটে যায়। হায় হায় হায় ! আমার কপালে এই ছিল ! আমি কেমন করে প্রাণ ধরে সোণার রাম সীতে বিসজ্জন দেবো। আমিতো তা কখনই পারবো না, এক-ঘোরে হই হবো, তোমার পায়ে পড়ি গোপালকে যেমন করে পারো বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরে রাখো।

রাম। গৃহিণি, তুমি পাগল, একঘরে হয়ে থাক্‌বে, কেমন করে এমন কথাটা মুখে আন্‌লে ? ছি ছি ছি ! জাত কুল সব মজাবে, অমন কথা আর কখন মুখে এনো না।

অন্ন।• (রোদন করিতে করিতে) তোমার পায়ে পড়ি তাকে দুটো [illegible] বলে—বুজিয়ে সুজিয়ে ঘরে রাখো। ও গো, আমার প্রাণ যে কেমন করে

উট্‌চে, আমি চাদ্দিক আঁধার দেখছি, আমার সবে ধন নীলমণি গোপাল হারা হয়ে আমি কেমন করে বাঁচবো, মা গো——

রাম। আরে খেপি, আমি কি তাকে বুঝুতে কসুর কচ্চি? আপনি বুঝুচ্চি. পাড়ার সবাই বুঝুচ্চে, সে কি বোঝবার ছেলে যে লোকের কথা রাখ্‌বে? যে একেবারে বিগড়েছে তারে কি আর শোধরান যায়? আর তোমাকেও বলি তুমি একটু ধৈর্য্য হও, অত কাতর হলে কি ফলটা পাবে বলো? দেখ দেখি একবার ভেবে. যে ছেলে তোমার মুখ চাইলেনা, আমার মুখ চাইলেনা, পাড়া প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজনের কারো উপরোধ অনুরোধ রাখলেনা, তেমন ছেলের উপর আবার মায়া কেন? সে ছেলে কি মোলে পিণ্ডি দেবে, না পরকালে সাক্ষি দেবে? যাক্, অমন ছেলে চুলোয় যাক, আমি তার মুখদর্শন কর্ত্তে চাইনে।

অন্ন। বালাই! ষাট ষাট্! আমার ষষ্ঠীর দাস সেটের বাছা! সে আমার ঘরে থাকুক, তার আলাই বালাই শত্রু সব চুলোয় যাক, তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে আমি কাকে নিয়ে ঘরকন্না কর্‌বো? আমিত তা কখন পারবো না।

রাম। দেখ গৃহিণি, তুমি আমাকে ভারি বিপদে ফেল্লে। ম্লেচ্ছাচারী ছেলে কি ঘরে রেখে যবনাম্ভ হবো ? তুমি তার মায়া কাটাতে না পার তাকে বাড়ীতে রেখে ঘরকন্না করো, আমি সংসার ত্যাগ করে তীর্থ পর্য্যটন করবো।

(হরে চাকরের প্রবেশ।)

হরে ! খবর কি রে ?

হরে। আজ্ঞে, বৃন্দাবনবাবু এসেছেন, আপনাকে ডাক্‌চেন।

[হরের সহিত রামধনের প্রস্থান।

অন্ন। (রোদন করিতে করিতে) মা দুর্গা ! মা কালিঘাটের কালি ! মা সুবচনি ! মা গো ! তোমরা থানে থেকে কানে শুনো, মা গো তোমরা আমায় রক্ষে করো মা ! আমার গোপাল ছেড়ে যায় ! তোমরা আমার গোপালকে সুমতি দেও। তাকে শান্ত শিষ্ট করে ঘরে রাখো। মা গো ! একটা ঘরকন্না বয়ে যায়, আমি তোমাদের কাছে বুক চিরে রক্ত দিয়ে ডান বাঁয়ে চিনির নৈবিদ্যি দিয়ে পূজো দেবো মা, মা ! আমি সোয়ামীর মুখ হেঁট করে আমার গোপালকে তো ঘরে রাখ্‌তে

পারবো না! আমি বড় দায়ে পড়িচি, আমার অন্ধের নড়ি কাঙ্গালের ধন গোপালকে ঘরে রাখো মা! আমি অকুল পাথার ভেবে ভেবে সারা হয়ে গেলুম! মা দুর্গা! আমায় রক্ষে করো মা!

(ভাবিনীর প্রবেশ।)

নবীনের মা! আয় দিদি বোস।

ভাবি। কায়েত দিদি! তুই যে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেলি!

অন্ন। আর বোন মরণটা হয় তো বত্তাই!

ভাবি। বালাই! এত তাড়াতাড়ি মরবি কেন্ লা? কার ধার করে খেয়েচিস্? সোয়ামী পুত্র নিয়ে দুদিন ঘর কন্না কর্, তোর কি এর মধ্যে মরবার বয়েস হয়েচে?

অন্ন। আর বোন, এ পোড়ার চেয়ে মরা ভাল, যাকে নিয়ে ঘরকন্না কর্‌বো সেই ছেলেই আমার ঘর কন্না সুমুদ্রে ভাসিয়ে যাচ্চে।

ভাবি। কেন, গোপাল কি ঘরে থাকবে না? প্রাচিত্তির করবেনা? আমাদের নবীন যে তাকে আজ কতো বুঝুচ্ছেলো, সে [illegible] নরম হলো না?

অন্ন। কোই হলো [illegible] আমার যে কপাল এক বারে ভেঙ্গেচে। কত্তা নিজে তারে কতো বুঝুলেন,

পাড়া প্রতিবাসী সকলে বুঝুলো, সে যে কারু কথা শুন্‌লেনা, এখন তারে কেমন করে ঘরে রাখবেন। লোকে পাছে একঘরে করে সেই জন্যে তাকে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিদেয় করবার উজ্জ্যুগ কচ্চেন। এখন বল দেখি নবীনের মা, আমি কেমন করে বাঁচবো। আমি মা হয়ে কোন্ প্রাণে সোণার রাম সীতে বনবাস দেবো। আমি যে ভেবে ভেবে সারা হয়ে গেলুম !

ভাবি। অত ভাবিস্‌নে কায়েত দিদি। মা দুর্গাকে ডাক্, মা মঙ্গলচণ্ডিকে ডাক্—তিনি সব মঙ্গল করবেন, গোপাল দুদের ছেলে বইতো নয়, আমাদের নবীনের চেয়ে ছ মাসের ছোট ; তা এখানে দুদিন থাকলে তাকে ভাল করে বুজুলে সুজুলে নরম হবে, ধেতে আসবে, তার ভাবনা কি, উচক্কা বয়েসে অমন হয় আবার ভালও হয়।

অন্ন। আর নরম হবে কবে ? আমার কপাল যে এক বারে পুড়েচে—নৈলে সে বিলেত যাবে কেন ? এমন পোড়া দেশও কি সংসারে আছে যেখানে গেলে মা বাপের উপর মায়া দয়া কিচ্ছু থাকে না ?

ভাবি। দূর কা[illegible], [illegible]দি ! তুই পাড়াগেঁয়ে লোক, সহরের কোন খবর জানিস্‌নে, তাই অমন

কথা বলছিস্। বিলেতের দোষ কি ?—কেন, আমার বাপের বাড়ীর কাছে বদ্যিরে আছে তাদের বিনোদ তো বিলেতে গিয়েছেলো, সেও তো মেজেষ্টর হয়ে এসেছে, কোই তার চালচুল তো কিছুই বিগড়োয় নি ?

অন্ন। বলিস্ কি ? চালচুল কিচ্ছু বিগড়োয়নি ?

ভাবি। মাইরি কায়েত দিদি ! এমন সুছেলে তুই কখন দেখিস্‌নি। আহা ! বাছার কি মায়ের উপর ভক্তি ! বিলেত থেকে এসে আগে মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে তার পর বাপকে প্রণাম কল্লে, আর আত্মীয় স্বজনের কাছে কেমন ঠাণ্ডা ধীর, দেখ্‌লে চখের পাপ পালায়। তার বিয়ের কথা শুন্‌লে আশ্চয্যি হবি।

অন্ন। আশ্চয্যির বিয়ে কি রকম বল্ বোন ? তোর কথা গুলো শুনে আমার বুকের জ্বালা একটু কোমচে। আহা ! আমার গোপাল যদি অমনি হতো !

ভাবি। ভারি আশ্চয্যির বিয়ে—কে একজন পুরুষ দিশি বাঙ্গাল বদ্যি সে নাকি এক জন বড় বেম্মা—

অন্ন। বেম্মা কি লো ?

ভাবি। মর্ ! অতো [illegible] মাগি হলি বেম্মা শুনিসনি ?

অন্ন। কোত্থেকে শুনবো বোন, অজ পাড়াগায়ে বাপের বাড়ী, আবার শ্বশুরবাড়ী এও অজ পাড়া গা।

ভাবি। রোস্ আমি তোকে বুজিয়ে বল্‌চি, তোর আর বাপের বাড়ীর আর শ্বশুর বাড়ীর ঘণ্ট রাঁদতে হবেনা। বেম্মা কাকে বলে জানিস্— সে এক রকম ভজা, যেমন কত্তাভজা, খিষ্টানভজা, তেমনি যারা বেম্মাভজা হয় তারা দেবতা বামণ মানে না, জাত মানে না, ছত্তিক জেতের সঙ্গে বসে ভাত খায়, রাঁড়ের বিয়ে দেয়, আবার ধোপার মেয়ে বামুণে বিয়ে করে, হলো বা ধোপা নাপিতে হাড়ি, কাওরা, চাঁড়ালের ছেলেদের, বামুণ কায়েত বদ্যি মেয়ে দেয়।

অন্ন। বলিস্ কি! একেই কি বলে বেম্মা? এখন বুজলুম। তার পর?

ভাবি। তার পর সেই যে পুব্ব্‌দিশি বেম্মা তার নাকি সোমত্ত সোমত্ত দুটি না একটি মেয়ে ছেলো।

অন্ন। মেয়ে সোমত্ত করে রেখে ছেলো? বিয়ে দেয় নি?

ভাবি। আমি বোন তোকে বল্‌তে ভুলে গিয়েচি,

মর্ সব কি ছাই মনে থাকে, বেম্মারা মেয়েদের সোমত্ত করে রাখে, লেখাপড়া শিকোয়, আবার বিবিয়ানা পোসাক পরিয়ে তাদের সঙ্গে করে দেয়ান দরবারে বেড়াতে নিয়ে যায়।

অন্ন। বলিস্ কি লো ? দেয়ান দরবারে যে কতো সাহেব সুবো থাকে ? সেখানে সোমত্ত মেয়ে নিয়ে যায় ?

ভাবি। তারা সাহেব সুবোর ভয় করেনা।

অন্ন। আচ্ছা, তারা যেন পুরুষ মানুষ, মেয়েদের কি বুকের পাটা ? বাবা ! কালের মেয়ে ! সব গড় করি।

ভাবি। মেয়েদের ভয় কি ? বাপ ভাই সোয়ামী সঙ্গে থাকলে তারা ডরাবে কেন ?

অন্ন। হোক্ বোন—হাজার বাপ ভাই সঙ্গে থাকুক, তা বলে পর পুরুষকে মুখ দেখাতে কখন পারা যায় না। যাক এখন্ বিয়ের গপ্প বল্।

ভাবি। হাঁ, তার পর সেই বেম্মার একটি সোমত্ত মেয়ে, সে নাকি দেখতে শুনতে ভাল, আর লেখাপড়া শিখেছেলো, তার সঙ্গে বিনোদের বিয়ের সম্বন্দ হলো, কিন্তু বিনোদের মা বাপ তারা ভারি হিঁদু, তারা কনের [illegible] বলে পাঠালে যদি হিঁদুর মতন আচার ব্যাভার করে বিয়ে দেও তবে

ছেলের বিয়ে দেবো, নৈলে দেবোনা, আমরা তোমার বেশ্মা ভজা মানিনে।

অন্ন। কনের বাপ কি বল্লে ?

ভাবি। কনের বাপ আর কি বল্‌বে ? এমন জামাই আর কোথায় পাবে ? রাজি হলো ?

অন্ন। তার পর ?

ভাবি। তার পর বিনোদ হাতে সুতো বেঁদে, বারাণসীর জোড় পরে,সোণার চাঁদ সেজে, মায়ের আজ্ঞে নিয়ে, বিয়ে কত্তে গেল, আর খুব ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল, কনের বাপ বেস দিলে থুলে। দেখ্‌লি কায়েত দিদি, বিনোদ কেমন সুছেলে! দেশে এসে কেমন বাপ মাকে খুসি কল্লে! সেওতো বিলেতে গিয়েছেলো।

অন্ন। আহা! এমন সুছেলে কি হয়! আশীর্ব্বাদ করি আমার মাথায় যত চুল তত বচ্ছোর পেরমাই হয়ে বেঁচে থাক, মা বাপের কোল জুড়ুশেতল করে বউ নিয়ে সুখে ঘরকন্না করুক। মা দুর্গা! আমায় এমন দিন কবে দেবে! আমার গোপাল কবে তেমনি হবে!

ভাবি। কায়েত দিদি, আর অতো কাঁদিস্‌নে বোন্‌, তোর চোকের জল ফেলা দেখে আমার ভারি দুঃখু

হয়, আমার প্রাণ কেঁদে ওটে ; মা দুর্গা মুখ তুলে চাইবেন বই কি—তোর গোপালও বিনোদের মতন সু-ছেলে হবে—দুদিন যাগ্, সে আপনা আপনি বুঝ্বে উচক্কা বয়েসে অমন ঢের ছেলে বিগ্ড়ে যায়, আবার একটু বয়েস হলে আপনা আপনি ঠাণ্ডা হয়—তা ভয় কি ? সেতো আর খীষ্টান্ হয়নি, আর পৈতে ফেলা বেম্মাও হয়নি, যে একবারে কুলের বার্ হয়ে গেছে ? দুদিন যাগ্ শুধ্রোবে।

অন্ন। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আর বোন্! আমার পোড়া কপালে আর কবে শোধ্রাবে ? আমার আর ভরসা নেই, আমি নির্ভরসার সুমুদ্রে পড়ে হুতোশের ঢেউ খাচ্চি, আমি যে দিকে চাই সেই দিকই ধূ ধূ কচ্চে, কোন দিকে আর ভরসার কূল কিনেরা দেখতে পাইনে। (রোদন করিতে করিতে) এ আবাগীর ওপোর সদয় হয়ে মা দুর্গা কি আর মুখ্ তুলে চাইবেন ? আমার সবে ধন নীলমণি গোপাল কি আমার ঘর কন্না বজায় রাখ্বে ?

ভাবি। রাখ্বে, রাখ্বে, আশীর্ব্বাদ কচ্চি, সে তোর সোণার সংসার উজ্জ্ [illegible] কর্বে। মা দুর্গা মুখ তুলে চাইবেন, তোর সর্ব্ব[illegible] থাক্বে, ভয় কি ? কায়েত দিদি, ভরসায় বুক বাঁধ্, এখনও ঢের আশা

আছে, সে তো আর কুলের বার হয়ে যায় নি; মায়ের বাছা কি মায়ের কোল ছাড়্তে পারবে? কক্খোন পারবে না, দুদিন গেলেই সে বুঝ্বে, আর ঠাণ্ডা হয়ে তোর কোল জুড়ু শেতল করবে। এখন ও সব কথা যাক, বিনোদের বিয়ের পর আরও ঢের কাব্যি হয়েছেলো।

অন্ন। বিয়ের পর আবার কি কাব্যি হলো?

ভাবি। ভারি কাব্যি হয়েছেলো, কায়েত দিদি, তুই শুন্লে আর হেসে বাঁচবিনে।

অন্ন। সত্যি নাকি? কি রকম কাব্যি বল্ না বোন? তোর কথা গুলো শুনে আমার এত যে প্রাণে জ্বালা তবু যেন আগুনে একটু জল পড়ে।

ভাবি। সে ভারি কাব্যি, বিনোদের শ্বশুর নাকি একজন ভারি গোঁড়া বেম্মা, তার মেয়েটি যার সঙ্গে বিনোদের বিয়ে হয়েছিল, সেও নাকি বিম্মি হয়েছিলো, কিন্তু হিঁদুর মতন বিয়ে হতে, তাদের দলের যত বেম্মারা সব ক্ষেপে উঠ্লো, আর পাড়া কুঁদুলীর মতন হাত মুখ নেড়ে বিনোদকে গাল দিতে লাগ্লো।

অন্ন। বলিস্ কি? [illegible] বিনোদের বাড়ী চড়াও হয়ে এসে গাল দিতে [illegible]? বিনোদ কেন নালিশ কল্লে না? দেশে কি হাকিম নেই?

ভাবি। না, বাড়ী চড়োয়া হয়ে গাল দেয়নি, বেম্মা-দের তুখানা খবরের কাগজ আছে, একখানা ইংরিজি আর একখানা এক পয়সানে দিশি, মর বাংলা ছড়া হাঁড়ি, এই তুখানা খবরের কাগজে যাচ্ছে তাই বোলে, বিনোদকে আর তার শ্বশুরকে গাল দিতে লাগ্‌লো।

অন্ন। তা বিনোদের শ্বশুরকে গাল দেয় দিগ্‌গে, সেও বেম্মা আর তারাও বেম্মা, আজ যেন চটাচটি হয়েছে আবার তুদিন বাদে মুখ্ শোকাশুঁকি করবে, ভাব হবে,কিন্তু তারা বিনোদকে কি বলে গাল্ দিলে ? সে তো আর বেম্মা ভজেনি ?

ভাবি। বিনোদ যে তাদের একজন বিম্মিকে হিঁদু করে ফেল্লে তাই সেই রাগে তারা কসকসিয়ে পক্‌পকিয়ে একবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লো— আর বিনোদ বিলেত গিয়েছেলো বলে সেই ছিদ্দিরটী ধরে সে গরুর ঝোল, গরুর চচ্চড়ি গরুর অম্বল খেয়ে এয়েছে বলে খবরের কাগজে তার নিন্দে কুচ্ছ যে কতো গাইতে লাগলো তার আর সংখ্যে নেই।

অন্ন। মরণ আর কি [illegible]রের কাগজে লেখবার সামিগগিরি কি এই সকল ? লোকের নিন্দে কুচ্ছো

বই কি তাঁদের পুঁজি পাটা আর কিচ্ছু নেই ? বুদ্ধি যে চার পোয়া টনটনে দেখতে পাই। ভাল, নবীনের মা, আমাদের দেশে কি ভদ্রলোক নেই ? বিনোদকে অভিমন্যু বধ করবার মতন রাজ্যি শুদ্দো বেম্মা জড়িয়ে গাল্ দিতে লাগলো, আর সব দেশের লোক কাণ পেতে শুন্‌তে লাগলেন ?

ভাবি। বালাই ! দেশে ভদ্রলোক আছে বই কি। আশীর্ব্বাদ কর, কায়েত দিদি, প্রাণ খুলে যেন কৃষ্ণদাস বাবু কিছু বেশী দিন বেঁচে থাকেন, বাঙ্গলায় অমন হিঁদুর বন্ধু আর নেই, মদ খাননা, খানা খাননা।

অন্ন। বলিস্ কি ! মদ খান না ? ইংরিজি জানেন তো ?

ভাবি। দূর কায়েত দিদি ! তুই বোন ভারি পাগল। কৃষ্ণদাস বাবু আবার ইংরিজি জানেন না ? তেমন ইংরিজি জানে ক জন ? তাঁর কলমের জোর দেখে ছোটো লাট সাহেব পর্য্যন্তও চমকে ওঠেন, মনে করেছিলেন হিঁদুর রথ পাব্বোন টা উটিয়ে দেবেন, কিন্তু বেঁচে থাক কৃষ্ণদাস বাবু, শুদ্দ তাঁরি কলমের জোরে সেটি কা[illegible] পারেন নি। কায়েত দিদি, এখনও ভরসা আছে আবার মাহেশে গিয়ে রথ-দেখে, কাঁটাল মুড়ি খেয়ে, পেট্‌টা ভরাবো।

অন্ন। তুই ভাই কেবল পেট্‌টাই খুব বুজিস্! বুড়ো মাগী হলি অতো নোলা ক্যান লা?

ভাবি। আমি বোন্ বলে ধরা পড়িছি। বুড়ো বয়েসে কার্ না নোলা বাড়ে? পেটে ধরুক আর না ধরুক, খেতে পারুক আর না পারুক, কিন্তু বয়েস বাড়লে তার সঙ্গে সঙ্গে যেন নোলাটুকু অমনি বেড়েচে, আস্বাটুকু সতেরো আনা হয়েচে। তুই এখন শক্ত সামত্য আছিস্ যখন বুড়ো হবি তখন আপনা আপনি জান্‌তে পারবি—আস্বাটুকু বাড়ে কি না।

অন্ন। মরণ আর কি! পোড়া নোলার কথা রেখে দে। তখন রথের সময় যাস্, মাহেশে গিয়ে কুঁচকি কণ্ঠা ঠেসে যত পারিস কাঁটাল আর মুড়ি গাদিস্। এখন বল বিনোদকে গাল্ দিতে কৃষ্ণদাস বাবু কি কল্লেন?

ভাবি। কৃষ্ণদাস বাবু যে কলম ধরে ছোট লাট সাহেবকে থ বানান পড়িয়েছেন, আবার সেই কলম ধল্লেন, আর তাঁর কলম বেম্মাদের ওপোর শত-মুখীর মতন গর্জে উঠ্‌লো, আর অমনি জোঁকের মুখে নুন পড়্‌লো, সব চুপ [illegible]ল্ল।

অন্ন। বলিস্ কি? কৃ[illegible]াস বাবুর কলমের এমনি জোর?

ভাবি। মাইরি কায়েত দিদি! হন্যে কুকুরের মতন যত বেহ্মার পাল খেপে, চাদ্দিক থেকে বিনো-দের উপর ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে আস্ছেলো, আর যেই কৃষ্ণদাসবাবুর কলম গর্জে উঠেচে অমনি সব ন্যাজ নুকিয়ে ছুটে পালালো।

অন্ন। বলি হারি যাই! কি আশ্চর্য্যি কলমের জোর, হাজার হাজার শতমুখীর যে এত জোর নয়। আচ্ছা, নবীনের মা, কৃষ্ণদাস বাবুর কলম গর্জে উটে কি বল্লে? তা কিছু শুনিছিস্?

ভাবি। না বোন—এখনকার কালের বলাবলি সব ইংরিজিতে, আমিত আর ইংরেজের মাগ নই যে সে সব বুঝ্তে পারবো? তবে কৃষ্ণদাস বাবুর খবরের কাগজে একটি বাংলা গান বেরিয়েছিল তাই আমাদের নবীন শিখে এসে গেয়েছেলো, তাই বোন শুনিচি। আহা কায়েত দিদি! এমন গান তুই কখন শুনিস্ নি। সেই গানে মা বাপের ওপর দয়া-মায়া ছেদ্দা ভক্তির কথা আছে, আর বিনোদের যে মা বাপকে খুসি করবার জন্যে বেহ্মার মেয়ে বিম্মিকে হিঁদুর মতন বিয়ে কল্লে তারও সুখ্যাত আছে।

অন্ন। নবীনের মা, আমার সেই গানটি শোন-বার ভারি ইচ্ছে হচ্চে, নবীন হোক কি আর কেউ

পাড়ার ছেলে হোক যে সে গানটি গাইতে শিখেছে তাকে ডেকে পাঠা, আমাকে সে গানটি না শোনালে তোকে বাড়ী যেতে দেবনা।

ভাবি। আচ্ছা রোস ডেকে পাঠাই।

(ভাবিনীর প্রস্থান এবং কিঞ্চিৎ পরে গায়-
কের সহিত পুনঃ প্রবেশ।)

ভাবি। এই ডেকে এনেছি। (গায়কের প্রতি) গাওতো বাবা, সেই বিনোদের গানটি।

গায়ক। (গীত গাওন।)

গীত।

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

সংসারে ধন্য সেই।
পিতা মাতা গুরুজনে, তোষে যেই॥
জননীর স্নেহ ধার, পরিমাণ নাহি যার,
শুধিবারে সেই ধার, পারে কেই।
মায়ে কাঁদায়ে যে জন, করে ধর্ম্ম আস্ফালন,
তার ভজন পূজন, বৃথাই—॥
পিতা মাতা উভয়েতে, ধর্ম্মযুক্তি বিচারেতে,
প্রতিনিধি পৃথিবীতে, ঈশ্বরেরি।

পিতারি আজ্ঞা পালনে, বাড়ে যশে পুণ্যে মানে,
রামাবতার হিন্দুস্থানে, তাইতেই ॥
দিয়ে সুখে বিসর্জ্জন, তুষিয়ে পিতারি মন,
অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন, ভীষ্মেরি।
করি হিন্দু পরিণয়, তুষিয়ে পিতা মাতায়,
দিল গুপ্ত পরিচয়, মহত্ত্বেরি ॥

(যবনিকা পতন।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

বৃন্দাবন সরকারের বাহির বাটীর বৈঠকখানা।

(বৃন্দাবন, নিবারণ ও রামধন আসীন।)

রাম। মিত্রজা মহাশয়! হলো কি?

নিবা। ঢের সুরাহা বটে—কাল রাত্রে আমার সঙ্গে গোপালের ঢের তর্ক বিতর্ক,—কথোপ-কথন হয়েছিল, তাতে তার মনের ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নরম দেখ্‌তে পেলেম।

রাম। বলেন কি? মন নরম হয়েছে? (হর্ষের সহিত) ঘরে থাক্‌বে ত? প্রায়শ্চিত্ত করবে ত?

নিবা। হাঁ—ঘরে থাক্‌বে,—তার আর ভয় নেই—কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে আপনাদের একটু আল্‌গা দিতে হবে। কারণ এটাও ত একবার ভেবে দেখ্‌তে হবে যে নব্যদের অপরাধ কি? এই অল্প বয়সে বাপ মা আত্মীয় স্বজন সকলকে ছেড়ে, দশহাজার ক্রোশ পথ সমুদ্রে ভাস্‌তে ভাস্‌তে বিলেতে গিয়ে, জ্ঞান উপার্জ্জন করে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, উচ্চপদ পেয়ে, বাঙ্গালির মুখ উজ্জ্বল কচ্চে—এটা কি কিছুই নয়? তারা কি সুখ্যাতির পাত্র নয়?

বৃন্দা। তারা অবশ্যই সুখ্যাতির পাত্র, তা কে অস্বীকার কর্‌বে ? আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি তারা সমস্ত বঙ্গবাসীর প্রেমের পাত্র, স্নেহের পাত্র, আদরের পাত্র।

নিবা। তাই বলি নব্যদের উপর প্রাচীন দলের একটু স্নেহ ও শৈথিল্য, প্রকাশ করা উচিত। সকল পক্ষে কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার না কল্লে সামঞ্জস্য হয় না, সমাজ ও থাকে না, আর বিশেষতঃ কালের গতি দেখ্‌তে হবে, চিরকাল কোন সমাজের কি কোন জাতির অবস্থা এক ভাবে চলেনা, থাকেও না। স্বভাবের নিয়মই এই যে সকল বস্তুর কালে কালে অবস্থাপরিবর্ত্তন এবং রূপান্তর হয়। এখন-কার কালে সত্যযুগের মতন আচার ব্যবহার কখনই সম্ভবে না। এখন বিলেতে যাওয়া কি ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য কোন দেশে গমন করা যদি পাপ বলে গণ্য করা যায় তা হলে বাঙ্গালির আর উন্নতি হবার কোন পথই থাকে না—এস্থলে অবশ্য বিবেচনা কত্তে হবে যে এখন আর উৎসাহশীল নব্য-দের বিলেত যাওয়ার দরুণ প্রায়শ্চিত্ত কত্তে পেড়া-পিড়ি করা নিতান্ত অনুচিত কার্য্য।

রাম। তবে কি গোপাল প্রায়শ্চিত্ত করবেনা ?

নিবা। কর্‌বে না যে তা আমি বলছিনে—তবে কি জানেন, কৌশল করে কাজ কল্লে সকল দিক বজায় থাকে। প্রায়শ্চিত্তের যথার্থ অর্থ যা থাকে থাক, তবে তার বাঙ্গালা মানে আমরা যা মোটা মুটি বুঝি সে কেবল কিছু দান, অর্থাৎ কিছু ব্যয়, আপনি যখন দশ টাকা ব্যয় কত্তে প্রস্তুত আছেন তখন আর ভয় কি? আপনার পুত্র দেশে ফিরে এসেছে এ ভারি আহ্লাদের বিষয়, এই আহ্লাদে আপনি হরির-লুট উপলক্ষে দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করে তাঁদের ভালরূপ বিদায় করুন, আর গ্রামস্থ সকলকে আহ্বান করে তাঁদের উত্তম রূপ আহারাদি করান তা হলেই সকল গোল মিটে যাবে।

রাম। হাঁ সৎপরামর্শ বটে—কিন্তু প্রায়শ্চিত্তটা একেবারে না কল্লে শিরোমণি মহাশয় কি রাজি হবেন ?

বৃন্দা। আপনার সে ভয় কত্তে হবে না। আজ-কাল মন্ত্র পড়ার কাজ সব প্রতিনিধিতে চলে—শ্রাদ্ধ করাই বলুন, আর যাই বলুন, পুরোহিতের উপর ভার দিলে সব চলে যায়। শিরোমণি মহাশয়কে দশটাকা বেশী করে দেবেন তিনি একজন

প্রতিনিধি খুঁজে দেবেন, সেই প্রতিনিধিই গোপা-লের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে, গোময়ভক্ষণ কত্তে হয় সেই কর্‌বে, তা হলেই সব ল্যাঠা মিটে যাবে।

নিবা। (হাসিতে হাসিতে) বৃন্দাবনবাবু, এ মন্দ পরামর্শ নয়, আপনি বেস উদোর বোঝা বুদোর-ঘাড়ে চাপাতে পারেন।

(গোপালের প্রবেশ।)

এই যে গোপালবাবু, এসো, বসো—

(গোপালের উপবেশন।)

কেমন গোপালবাবু, আমি তোমাকে যে Todd's Rajasthan পড়্‌তে বলেছিলেম, পড়েছিলে কি ?

গোপা। আজ্ঞে হাঁ, পড়েছিলুম।

নিবা। কোন্ খান্‌টা পড়েছিলে ?

গোপা। আপনি যে খানটা পড়তে বলেছিলেন, সেই চিতোরের রাজ-কুল-তিলক প্রতাপের চরিত্র।

নিবা। কেমন গোপালবাবু, বল দেখি সেই অনুপম রাজপুত্রের উপর তোমার ভক্তি হয় কি না ?

গোপা। আজ্ঞে, সেই বীরচূড়ামণি প্রতাপের অদ্ভুত স্বদেশপ্রিয়তা স্বজাতিপ্রিয়তার বিবরণ পড়ে তাঁর প্রতি আমার অচলা ভক্তি হয়েছে।

বৃন্দা। কোন্ প্রতাপ ?

গোপা। চিতোর রাজবংশীয় সংগ্রাম রাওয়ের পৌত্র যিনি মোগল সম্রাট আকবরের সমকক্ষ ছিলেন, যিনি সমরানলে কত সহস্র সহস্র মোগল সৈন্যকে ভস্মসাৎ করেছিলেন, যিনি সম্রাটকে সম্মুখ যুদ্ধে কতবার পরাস্ত করে হিন্দু জাতির স্বাধীনতার, গৌরবের, পতাকা চিতোরে উড্ডীয়মান করেছিলেন, সেই রাজপুত-কুল-প্রদীপ প্রতাপ।

নিবা। আচ্ছা গোপালবাবু, বল দেখি কি উপায়ে সম্রাট্ আকবর প্রতাপকে সমরে পরাভব করে হিন্দু জাতিকে একে বারে চির অধীন করে ফেল্লেন।

গোপা। সম্রাট নানারূপ কৌশল করে রাজপুত-দিগের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য উপস্থিত কল্লেন ; সেই অনৈক্য, সেই গৃহবিচ্ছেদই হিন্দু স্বাধীনতার অধঃ-পতনের মূল কারণ।

নিবা। এখন দেখলে গোপালবাবু, কেবল গৃহ-বিচ্ছেদই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। হিন্দু-জাতির মধ্যে যদি ঐক্য থাক্‌তো, তা হলে কি আর মোগলেরা চিতোর জয় কত্তে পারতো, না হিন্দুর স্বাধীনতা যেতো ? আচ্ছা, প্রতাপ কি কোন চেষ্টা

করেছিলেন যাতে আবার হিন্দু রাজাদের পরস্পরের ঐক্যসংস্থাপন হয় ?

গোপা। যাতে হিন্দুদিগের মধ্যে পুর্নবার ঐক্য স্থাপন হয় তার বিশেষ চেষ্টা প্রতাপ প্রাণপণে করেছিলেন। মানসিং প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত সরদার যারা আকবরের অনুগত হয়েছিল, তাদের দ্বারে দ্বারে প্রতাপ যে কত কাতর স্বরে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন তা এখন মনে হলে চক্ষে জল এসে। আহা! স্বজাতির মান রাখ্‌তে, হিন্দুসমাজের পুনরৈক্য সাধন কত্তে, আর ভারতজননীর মুখ উজ্জ্বল কত্তে প্রতাপ যে চেষ্টা করেছিলেন, তেমন চেষ্টা বোধ হয় পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কেউ করে নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

নিবা। দেখ গোপালবাবু, প্রতাপের সেই যে ক্রন্দন, যে ক্রন্দন করে তিনি হিন্দুসমাজের পুনরৈক্য সাধনে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন—সেই ক্রন্দনের একটি বেস গীত আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয়েছে, তুমি সে গীতটি শুন্‌লে ভারি খুসি হবে।

গোপা। বলেন্‌ কি মহাশয়! প্রতাপের রোদনের গীত বাঙ্গালায় রচিত হয়েছে ? আমার সেই

গানটি শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হচ্চে, যদি অনুগ্রহ করে শোনান তবে ভারি বাধিত হই।

নিবা। রসো, আমি গায়ককে ডেকে পাঠাচ্চি। (উচ্চৈঃস্বরে) গায়ক—গায়ক——

(গায়কের প্রবেশ।)

এই যে এসেছে—(গায়কের প্রতি) ও হে, সেই প্রতাপের রোদনের গানটি একবার গাও ত, যাতে হিন্দুসমাজের ঐক্য স্থাপনের কথা আছে।

গায়ক। যে আজ্ঞে, গাচ্চি।

(গীত গাওন।)

রাগিণী টোড়ী।—তাল কাওয়ালী।

জাগ জাগ প্রিয় দেশবাসিগণ !
বিস্তীর্ণ ভারতে, যথা আছ যে জন,
কর স্বদেশেরি, দুঃখেরি মোচন॥
জননী ভারত কাঁদি অবিরত,
কহিছে সন্তানগণে বিনয় করিয়ে কত,
"ঘুচাও যাতনা, দাসীত্ব পীড়ন॥"
গত স্বাধীনতা মান, হত ধন জ্ঞান,
কীর্ত্তি গৌরব দীপ, হয়েছে নির্ব্বাণ,
শোকেতে ম্রিয়মাণ, ভারত আনন॥

জনমভূমির দুর্দ্দশা নয়নে,
আর্য্যবংশ হয়ে হেরহে কেমনে,
পূর্ব্ব পুরুষগণে, হয় কি স্মরণ ?

স্বদেশের মান বজায় রাখিতে,
পশু বানর জাতি রাক্ষসে মারিতে,
সাগর লঙ্ঘিয়ে করেছিল রণ ॥

হায় কি পাপেরি ফলে ভারতে এখন,
বলবীর্য্যহীন হলো হিন্দুগণ,
ঐক্যেরি বন্ধন কে করিল ছেদন ॥

হিন্দুর গৌরব জানকী উদ্ধারিতে,
আর কি লবে পুন জনম ভারতে,
শৌর্য্য বীর্য্য রূপ, শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

পুন কি ভারতে দুষ্টেরি দমন,
যদুনাথ করি জনম গ্রহণ,
অত্যাচারী কংসে করিবে নিধন ॥

দুর্য্যোধন-রূপ অপহারী খলে,
প্রহারিতে গদা মহাবাহু বলে,
আরো কি হিন্দুকুলে, হবে ভীমসেন ॥

ধীরতায় বীরতায় উজ্জ্বল ভারত
করিতে, হবে কি পুন হিন্দুকুলে জাত,
গঙ্গাদেবী-সুত ভীষ্ম মহাজন ॥
যে একতারূপ শক্তির সাধনে,
দলিল দানবদলে দেবদেবীগণে,
তাহারি সাধনে ধাও হিন্দুগণ ॥

গোপা। আ মরি! কি চমৎকার গানই হয়েছে! হিন্দুসমাজের ঐক্য সাধনের জন্যে কি কাতরোক্তি! কি আক্ষেপ! কি খেদ! হায়! হায়! হায়! আমি ইচ্ছা করি যেন সমস্ত বাঙ্গালার লোক, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেই যেন এই গানটি শোনে, আর যত্ন করে শিখে গায়, তা হলেই আমাদের সমাজের মধ্যে ঐক্যরূপ মহাশক্তির আবির্ভাব হবে, আর কালেতে সেই মহাশক্তির প্রভাবে ভারতমাতার মুখ-উজ্জ্বল হবে এবং হিন্দু-জাতির গৌরব-দীপ পুনরুদ্দীপ্ত হবে এমন ভরসা হয়। মিত্রজা মহাশয়! আমার পূর্ব্ব আচরণ স্মরণ হলে আমি অতিশয় দুঃখিত হই; আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাদের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি—যে হিন্দু-

সমাজের ঐক্য সংস্থাপনের জন্যে, স্বদেশের স্বজাতির মঙ্গল সাধিবার জন্যে, আমি সব কত্তে প্রস্তুত আছি, প্রায়শ্চিত্ত আর গোময় ভক্ষণের কথা কি বলেন, সে তো সামান্য কাজ, আমি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন কত্তে প্রস্তুত আছি।

নিবা। গোপালবাবু, আমি তোমার বক্তৃতা শুনে ভারি খুসি হলেম। প্রার্থনা করি যেন বাঙ্গালার উন্নতশীল নব্য সমাজের সকলে স্বদেশের মঙ্গল সাধনে আর হিন্দুসমাজের ঐক্য সংস্থাপনে তোমার মতন কৃতসঙ্কল্প হয় আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করে, তা হলেই বঙ্গমাতার মুখ-উজ্জ্বল হবে সন্দেহ নাই। এখন যাও, প্রায়শ্চিত্ত করে পিতামাতা আত্মীয় স্বজন সকলকে খুসি করে সুখে কালযাপন কর।

রাম। মিত্রজা মহাশয়, আপনার কাছে চিরবাধিত হলেম, আপনার অদ্ভুত তর্ক শক্তির প্রভাবে আমি আমার হারা-নিধি গোপালকে ফিরে পেলুম। এখন যাই, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদির আয়োজন করি গিয়ে।

[সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

Printed for the publisher by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, Calcutta.